বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪৩
৫	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ড় হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্ড়ব্য)	৪৫-৪৮
৬	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঃ
তারিখঃ_____
.....খ্রিঃ
অব

মানুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ড় আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্ড়ব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উলি-খিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্ড়রিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশি-ষ্ট প্রমাণক ও বিস্ড়রিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্ড়র্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ.....খ্রিঃ, ঢাকা।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োহাজাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১০৬,৮০,৮২,২১৯
২	জিডিএস (Global Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়নকরতঃ বিল প্রদান করায় ক্ষতি।	৬৯,৭৪,১৮,০২৫
৩	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান করায় বিমানের ক্ষতি।	৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫
৪	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সরকারী কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪জন কর্মচারী অনিয়মিত পন্থায় নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।	৯,১৪,১০,০০০
৫	কার্গো ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ডলারের পরিবর্তে অনুমিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্ড়র করে ভাড়া টাকাতে গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৬,৯৪,৩২৫
৬	কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা কে অর্থ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	৪৬,১৫,০০০
৭	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	২৬,২৫,৮০৬
৮	চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি।	১২,০০,০০০
৯	প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী ঘন্টার অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি।	১,৮৪,৩১,০৫১
১০	যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া) প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব,লীজ প্রিমিয়ামও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য।	৬৩,০০,৭৭০
১১	ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	১৯,২৯,৮৪০
১২	ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,২২,১৫,৪৯২
১৩	বান্দবনস্থ মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্ড়বায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ এবং এ পর্যন্ড় উক্ত খাতে খরচ করাতে ক্ষতি।	১,৪২,৮০,০০০
১৪	পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	৩৪,০৩,০১২
১৫	''গলফার্স ইন রেস্ড়াঁ ও বার গল্ফ ক্লাব এর নিকট হস্ড়ান্ড়রের পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি।	২৫,৫১,৯০৯
১৬	আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	১৬,১৪,৩৬৪
১৭	যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবে ইজারা চুক্তি বাতিল হলেও পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি।	১১,৬০,৩৬৭
১৮	সার্ভিস চার্জের উপর উ্সে কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	১,৭০,৩৭,৯৩৪
১৯	চাহিদাকৃত স্পেশিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারী মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষনা করে ২য় পুনঃ টেন্ডার করে একই ঠিকাদার থেকে একই স্পেশিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করাতে আর্থিক।	৩৫,০৫,০০০

২০	অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ ব্যবস্থাপক অর্থ কে প্রাপ্যতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি।	১০,০৮,০০০
২১	সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ।	-
২২	স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,০৫,২৮৫ টাকা।	২৬,০৫,২৮৫
২৩	বিএসএল আবাসিক কমপে- ক্স এর ন্যূনতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ক্ষতি।	১,১৬,৬৪,০০০
	সর্বমোট	২৩৬,৮২,০৮,০৮৪

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত অর্থ বছর ঃ

- **২০০৭-০৮ হতে ২০১০-১১ অর্থ বছর পর্যন্ড়।**

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশে- ষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ- ায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
০১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা,	২৪-০৭-১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০২	বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, কুর্মিটোলা, ঢাকা	১৩-১২-১১ খ্রিঃ হতে ০২-০১-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৩	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১৭-১১-১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
	বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, (বিশেষ নিরীক্ষা)	১৭-০৪-১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৪	পর্যটন মোটেল, বেনাপোল, যশোর	০৮-০৯-১১ খ্রিঃ হতে ১৯-০৯-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৫	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড, শাহবাগ, ঢাকা	২৯-০৪-১২ খ্রিঃ হতে ১৪-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৬	রূপসী বাংলা হোটেল, শাহবাগ, ঢাকা	১৫-০৪-১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৪-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৭	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা	১১-০৫-১২ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়
০৮	হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা	২৩-০৫-১২ খ্রিঃ হতে ০৩-০৬-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড়

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা।
- পরিবহন ঘাটতি, টেন্ডারে অনিয়ম, চুক্তি মোতাবেক কার্য সম্পাদন না করা, ও বিভিন্ন ভাতাদি প্রদানে অনিয়ম।
- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্ড়রীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অভ্যন্ড়রীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ-০১।

শিরোনাম ঃ ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োহাজাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০৬,৮০,৮২,২১৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোম্পানীকে প্রদত্ত ফি, উড়োহাজাজ লীজ দাতার বিল এবং ট্রাভেল এজেন্সীকে প্রদত্ত কমিশনের উপর ভ্যাট এবং আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০৬,৮০,৮২,২১৯ টাকা। (বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ক-১, ক-২" তে দেখানো হলো)।
- বিমানের টিকিট বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। এজেন্টগণ বিভিন্ন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোং এর সফটওয়ার ব্যবহার করে। যাত্রীগণের টিকিট বুকিং, বুকিং বাতিল এবং টিকিট বিক্রির জন্য উক্ত সফটওয়্যার কোম্পানীগুলো বিমান থেকে ফি গ্রহণ করে। উক্ত ফি এর উপর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই অনুযায়ী ৭.৫% আয়কর কর্তনের বিধান থাকলেও তা কর্তন করা হয়নি এবং এসআরও নং-২৪৭ আইন/২০১০/৫৬৭ মূসক তারিখ ৩০-৬-১১ অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে সেবা বাংলাদেশের বাহির হতে সরবরাহ করা হয় এবং বাংলাদেশে সেবা গ্রহণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ব্যাংক, পে-পল বা অন্যকোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যারা বিল পরিশোধের সাথে জড়িত থাকবেন তারা) সমুদয় মুল্যের উপর ১৫% মূসক উৎসে কর্তন করবেন এরূপ নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ভ্যাট ও আয়কর খাতে জমা না হওয়াতে রাজস্ব ক্ষতি ঘটেছে ৩৩,১৪,৩৬,৭২৯.২৫ টাকা।
- উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইজারাদার/লীজদাতা থেকেও ভ্যাট কর্তন না করাতে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। সেবা কোড ০০৩.০০ অনুযায়ী লীজ দাতা একজন ইজারাদার কাজে ভ্যাট আরোপযোগ্য ছিল। উপরে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী দেশের বাইরে Payment হলেও ভ্যাট আদায়যোগ্য। ভ্যাট আদায় না করাতে আর্থিক ৫১,২০,৬৯,০২৭ টাকা।
- মূল্য সংযোজন কর আইন এর ধারা ৩২ এর বিধান অনুযায়ী সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মূসক-১১ চালানপত্র প্রদানের বিধান থাকা সত্ত্বেও এজেন্ট কর্তৃক মূসক-১১ চালান প্রদান করা হয়নি। এজেন্ট কর্তৃক ভ্যাট জমার সমর্থনে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিমান কর্তৃকও এক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। বর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় ট্রাভেল এজেন্সিগণ প্রাপ্ত কমিশনের উপর ভ্যাট প্রদান করেনি।
- বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সিকে ২০০৯-১০ সালে কমিশন প্রদান করা হয়েছে ১,৪৮,৬১,২৩,৭৯৪.৯৫ টাকা এবং ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়েছে ১,১০,৫২,৬২৫.০০ টাকা। উক্ত টাকার উপর ১৫% ভ্যাট সরকারী খাতে জমা না হওয়াতে সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে (১৪৮,৬১,২৩,৭৯৪.৯৫+১,১০,৫২,৬২৫.০০) x ১৫% বা ২২,৪৫,৭৬,৪৬৩ টাকা।
- উলি-খিত খাতগুলিতে ভ্যাট ও আয়কর সরকারী রাজস্ব খাতে জমা না হওয়াতে সরকারের সর্বমোট রাজস্ব ক্ষতি (৩৩,১৪,৩৬,৭২৯ + ৫১,২০,৬৯,০২৭ + ২২,৪৫,৭৬,৪৬৩) বা ১০৬,৮০,৮২,২১৯ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, চুক্তি অনুযায়ী ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর কোং গুলি ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্ত; উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনের মাধ্যমে পরিশোধিত ফলে ভ্যাট/ট্যাক্স আদায়ের কোন সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর বা Global Distributin System কোম্পানীর ভ্যাট অব্যাহতির সমর্থনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রত্যয়ন নাই। উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনে Payment হলেও বিমান কর্তৃক Advise ঢাকা থেকে পাঠানো হয়। অর্থাৎ HQ ঢাকা এর আদায় করার যথেষ্ঠ সুযোগ ছিল, কিন্তু আদায় করা হয়নি। ট্রাভেল এজেন্সির ভ্যাট আদায় না করার সমর্থনে জবাব পাওয়া যায়নি। চুক্তিতে VAT কর্তনের বিধান না রাখলে NBR এর সম্মতি আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ে জবাব না পাওয়ায় ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, লীজ চুক্তি সম্পাদনের সময় কমিশনের উপর

ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় ভ্যাট কর্তন করা সম্ভব হয়নি। জবাব গ্রহনযোগ্য হয়নি। কারণ (১) ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর বা জিডিএস কোম্পানির ভ্যাট অব্যাহতির স্বপক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যয়ন প্রয়োজন। (২) উড়োজাহাজ লীজের টাকা লন্ডন ষ্টেশনে পেমেন্ট করা হলেও বিমান কর্তৃক Advice ঢাকা থেকে পাঠানো হয় । অর্থাৎ প্রধান কার্যালয় ঢাকা এর আদায় করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। চুক্তিতে ভ্যাট কর্তনের বিষয় উলে-খ না থাকলেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় করতে হবে। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় GDS কোম্পানীর পাওনা IATA (Internaitonal Air Transport Association) প্রবর্তিত ICH (Internaitonal Air Clearing House) এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হয় ফলে এই বিল থেকে ভ্যাট ট্যাক্স আদায় করা সম্ভব হয়না।বাংলাদেশ বিমান বিশ্বেও বিভিন্ন দেশ হতে উড়োজাহাজ লীজ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি মেনেই চুক্তি সম্পাদিত হয়। উড়োজাহাজ লীজের সকল পাওনাও বিদেশে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাট ট্যাক্স কর্তনের কোন সুযোগ নেই। এছাড়া ট্র্যাভেল এজেন্টসমূহের কমিশন থেকেও ভ্যাট কর্তনের কোন সুযোগ নেই। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট-ট্যাক্স কর্তন/সরকারী খাতে জমা না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত রাজস্ব আদায়পূর্বক সরকারী খাতে জমা করা এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আয়ার ও ভ্যাট কর্তন করার ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০২।

শিরোনাম ঃ জিডিএস (Global Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়নকরতঃ বিল প্রদান করায় ক্ষতি ৬৯,৭৪,১৮,০২৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে রিজার্ভেশন শাখা এবং রেভিনিউ ইন্টারলাইন শাখার নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জিডিএস (Golbal Distribution System) কোম্পানী মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্টকে টিকিট বিক্রি, বুকিং এবং বুকিং বাতিল ফি এর বিল যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই প্রত্যয়নকরতঃ বিল প্রদান করায় ক্ষতি ৬৯,৭৪,১৮,০২৫ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "খ" তে দেখানো হলো)।**
- মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেল পোর্ট GDS কোম্পানী এর সফটওয়্যার বিমানের টিকেট বিক্রির জন্য বিভিন্ন এজেন্ট ব্যবহার করে। প্রতিটি টিকিট বুকিং, বাতিল এবং বিক্রির জন্য উক্ত GDS কোম্পানীকে বিমান কর্তৃক ফি" প্রদান করা হয় কোম্পানী ইনভয়েস দাখিলের ভিত্তিতে।
- প্রতি সপড়্তাহে একটি ইনভয়েস পাঠানো হয়। GDS কোম্পানী কর্তৃক দাখিলকৃত ইনভয়েস পর্যালোচনায় দেখা যায় টিকিট বিক্রি সংখ্যার তুলনায় বুকিং এবং বাতিল সংখ্যা ৬/৭ গুণ বেশী, অন্যান্য টিকিট সংখ্যা প্রায় ৪০০.১৮ গুণ যেমন, টেরিটরি-২, জুলাই. ১০ মাসের ৩য় সপ্তাহের ইনভয়েস পরীক্ষা করে দেখা যায় যাত্রী টিকিট বিক্রি ০৮টি হলেও অন্যান্য টিকিট সংখ্যা ৩৩৪৭ টি। এবিষয়ে ইনভয়েস সার্টিফাইকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নাজমুল হাসান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা HDQ & GDS Cell কোন প্রকার প্রমাণক ও তথ্য দিতে পারেন নাই।
- টিকিট বিক্রির তুলনায় বাতিল সংখ্যা এবং বুকিং সংখ্যা অনেক বেশী এ জন্য বিমানকে প্রতিটি বুকিং এবং বাতিল এর জন্য টেরিটরি অনুযায়ী ৫ থেকে ৬ USD পরিশোধ করতে হচ্ছে। ইনভয়েস সার্টিফাইকারী কর্মকর্তা টিকিট ক্যানসেল এর সমর্থনে, বুকিং বাতিলের সমর্থনে কোন প্রকার তথ্য যেমন বুকিংকারীর পরিচয়, কোন তারিখে বুকিং, কোন তারিখে ক্যানসেল ফ্লাইট নং কিছুই দিতে পারেন নাই। কিন্তু এর জন্য বিল উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক Certify করা হচ্ছে।
- বর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় GDS কোম্পানীর দাখিলকৃত বিল যাচাই-বাছাই ও প্রমাণক ছাড়াই বিলের অর্থ পরিশোধের জন্য Certify করা হয়েছে। ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থ বছরে এরূ বিল পরিশোধ করা হয়েছে USD ৯২,৯৮,৯০৭.০০ সমপরিমাণ টাকা ৬৯,৭৪,১৮,০২৫.০০ টাকা।
- পরিশিষ্ট যাচাই করে দেখা যায় সেপ্টেম্বর, ১০ মাসের বিলের পরিমাণ ৩.৭৬ লক্ষ USD হলেও অক্টোবর' ১০ মাসের বিল হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৫০ লক্ষ USD হঠাৎ বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি কেন তারও কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ কোম্পানী যা দাবী করে, প্রত্যয়নকারী কর্মকর্তা যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়াই সেই বিল পরিশোধের সুপারিশ করে। ফলে প্রতিষ্ঠানের উলি- খিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, কোন বুকিং কখন কোন তারিখে হয়েছে কখন বাতিল হয়েছে, যাত্রী পরিচয় Segment breakup ইত্যাদি সংশি- ষ্ট কোম্পানীর Billing Information Data এ সংরক্ষিত হয় যা কখনই হাতে কলমে যাচাই বাছাই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অযথা বুকিং জনিত কারণে ৪০টি এজেন্সি কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং ৬৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে বুকিং শৃংখলা ফিরে এসেছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- যাচাই বাছাই ছাড়া বিল প্রদানের সুপারিশ করায় আর্থিক শৃংখলা লংঘিত হয়েছে। তাছাড়া দাবিকৃত বিল প্রত্যয়ন করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময় পর ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১টি টিকেট সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক Segment থাকে। প্রতি মাসে প্রায় অনেক ফ্লাইট বিলম্ব হেতু অতিরিক্ত বুকিং Segment হয়ে থাকে। Invoice অনুযায়ী GDS কোম্পানিগুলো যে বিল প্রদান করে থাকে তা Computer Generated বিল এবং এখানে কাল্পনিক সংখ্যা দেখানোর সুযোগ নাই। চুক্তি অনুযায়ী (IATA Clearing House) এর মাধ্যমে বিল প্রদান করা হয়ে থাকে। বুকিং সংক্রান্ড় সকল তথ্য

Segment Breakup ইত্যাদি সংশি-ষ্ট কোম্পানির BIDT(Billing Information Data Tape) এ সংরক্ষিত হয় যা কখনই হাতে কলমে যাচাই বাছাই করা সম্ভব নহে বিধায় বিমান কতৃপক্ষ ২০০৮ সালে Airlogica কোম্পানির সাথে উক্ত বিল অডিট, যাচাই/বাছাই করার জন্য চুক্তি করে এবং তদানুযায়ী উক্ত Airlogica কোম্পানি Zeus Software এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীর BIDT যাচাই বাছাই সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করে থাকে। বর্তমানে Airlogica রিপোর্টের আলোকে GDS ব্যবহারকারী এজেন্ট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও যথাযথ ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রায় ৪০টি এজেন্ট কালো তালিকাভুক্ত এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা আদায় কার্যক্রম চলমান থাকায় বর্তমানে এক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরে এসেছে। Computer এ সংরক্ষিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে Auto Generated রিপোর্ট তৈরি হয়। Airlogica BIDT পর্যালোচনা করে কোন অডিট Exception তৈরি করে কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। উলে-খ্য, বুকিংকারী ব্যক্তির নাম,বুকিংএর তারিখ এবং বাতিলের তারিখ সংক্রান্ড় তথ্যাদি Airlogica Report এ উলে-খ করা হয়নি। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে পূর্বের জবাবের পুনরাবৃত্তি করা হয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যাচাই বাছাই এবং প্রমাণক ছাড়া বিল প্রদানের সুপারিশকারী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- প্রতি বছর সরকারি অর্থের ব্যাপক ক্ষতি রোধ করার লক্ষে প্রমাণক এবং বিল যাচাই করার পদ্ধতি নির্ধারণসহ এই খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩।

শিরোনাম ঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টিকেট রিজার্ভেশন শাখা এবং ইন্টারলাইন শাখার সংশি- ষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে,

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিজস্ব মালিকানাধীন ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd এর নেটওয়ার্ক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য GDS Software Provider Company এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফি প্রদান করায় বিমানের আর্থিক ক্ষতি ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫ টাকা।**(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "গ" তে দেখানো হলো)।**
- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর টিকেট বুকিং, বিক্রয় এবং ক্যানসেলেশনের জন্য Global Distribution System (GDS) Software ব্যবহার করে।
- এই ধরনের **GDS Software Provider Company** আছে মোট চারটি, যথা (১) মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ NMC Ltd (২) মেসার্স এ্যামাডিউস লিঃ (৩) মেসার্স গ্যালিলিও/ট্রাভেলপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এবং (৪) মেসার্স সেবার (Sabre) লিঃ।
- এই কোম্পানীগুলির মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ মেসার্স এ্যামাডিউস লিঃ এবং গ্যালিলিও/ট্রাভেলপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এর **Software** ব্যবহার করে।
- তিনটি কোম্পানীর সহিত বিমান টিকেট বুকিং, বিক্রয় এবং বাতিলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেটে চুক্তি সম্পাদন করেছে। এদের মধ্যে মেসার্স এ্যাবাকাস বাংলাদেশ **NMC Ltd** হলো বিমানের একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানী যার ৫১% শেয়ারের মালিক হলো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ। মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ হলো এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি নেতৃ স্থানীয় ট্রাভেল ফ্যাসিলিটেটর।
- Management Information Data Task (MIDT) এর আগষ্ট' ২০১১ এর পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় এয়ারলাইন্স মার্কেটের (GDS Software) ৪০.৫%, ৩৩.৬% এবং ২৫.৮% হলো যথাক্রমে মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ, গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউস এর দখলে।
- পাকিস্ড়ান এয়ারলাইন্স (PIA) শুধুমাত্র Abacus Ltd এর সাথে Exclusive Agreement করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছে। PIA অন্য কোন **Software Provider Company** এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে না। এতে করে Exclusive Agreement এর কারণে তাদের Rateও অনেক কম। তাছাড়া PIA বাংলাদেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে ৭টি Flight পরিচালনা করছে এবং Full booking Departure হচ্ছে যা শুধুমাত্র Abacus এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে।
- Sales Report পর্যালোচনা করে দেখা যায় Abacus এর তুলনায় Galileo এবং এ্যামাডিউস এর বুকিং বেশী এবং Concellation Ratio অনেক বেশী।
- নিরীক্ষাধীন ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছর শুধুমাত্র গ্যালিলিওকে ফি প্রদান করতে হয়েছে ইউএস ডলার (৪৬,৩৮,৮৬০+৪৬,৬০,০৪৭) বা ৯২,৯৮,৯০৭ মাঃ ডলার। Abacus এর সাথে Exclusive Agreement থাকলে বিমানের হিসাবে লভ্যাংশ ফেরত আসতো (৯২,৯৮,৯০৭ঃ৫১%) বা ৪৭,৪২,৪৪২.৫৭ ইউএস ডলার সমপরিমাণ (৪৭,৪২,৪৪২.৫৭ @৭২) বা ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫ টাকা। (১ ডলার =৭২ টাকা ধরা হয়েছে)।
- ইহা ছাড়াও বাংলাদেশের এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের Leading ট্রাভেল এজেন্টগুলো Abacus এর Software ব্যবহার করে বিমানের টিকেট বিক্রয় করে। তার প্রমাণ হলো টিকেট বিক্রয়ের জন্য Leading ট্রাভেল এজেন্টগুলোকে Productivity incentive দেয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়।জবাবে জানানো হয় (১) শুধুমাত্র এ্যাবাকাস এর সাথে চুক্তি করা বিমান প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে আরও পিছিয়ে পড়বে।তাই গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউসের সাথে চুক্তির কারণে ক্ষতির অংক গ্রহণ যোগ্য নয়। (২) ইনভয়েস অনুযায়ী এ্যাবাকাস,গ্যালিলিও ও এ্যামাডিউস এর বুকিং, ক্যানসেলের অনুপাত কম বেশী একই রকম। তবে তুলনামূলক এ্যামাডিউসের বুকিং চার্জ বেশী এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে চার্জ কমানের জন্য দর কষাকষি চলছে।(৩) গ্যালিলিও এবং এ্যাবাকাসকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং এ্যাবাকাস হতে লভ্যাংশ ফেরৎ আনার বিষয়টি সঠিক নহে।(৪) তাছাড়া এ্যাবাকাস লিঃ কতৃক Exclusive Agreement সম্পর্কে কোন প্রস্তাব আসে নাই। প্রস্তাব সাপেক্ষে এ্যাবাকাস যদি আন্তর্জাতিক ভাবে Net Work Connectivity দিতে পারে এবং বিমানের জন্য লাভজনক হয় তাহা হলে বিবেচনায় আনা যেতে পারে।জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।কারণ বিক্রয় প্রতিবেদন হতে দেখা যায় গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউস এর বুকিং এবং বাতিল এর অনুপাত অনেক বেশী। ফলে বিমানকে অযথা বুকিং রিজার্ভেশন এবং বাতিল চার্জ প্রদান করতে হচ্ছে। তাছাড়া এশিয়া ফ্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য Absolutly এ্যাবাকাসের কানেকটিভিটি ব্যবহার করে অন্য অঞ্চলের জন্য গ্যালিলিও এবং এ্যামাডিউসের সাথে চুক্তি করলে বিমান প্রকৃত পক্ষে লাভবান হতে পারতো বলে নিরীক্ষা মনে করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। জবাব গৃহীত না হওয়ায় ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় এ্যাবাকাস লিঃ কর্তৃক Exclusive Agreement সম্পর্কে যতদুর সম্ভব আমাদের নিকট কোন প্রস্তাব আসেনি। তাছাড়া যে দেশে Abacus আছে সে দেশে SABRE ব্যবসা করে না।যে দেশে SABRE আছে সে দেশে Abacus ব্যবসা করে না। এ অবস্থায় শুধু Abacus এর সাথে চুক্তি করা হলে বিমান শূধুমাত্র বাংলাদেশ ও এশিয়া প্যাসিফিকের কয়েকটি দেশ বিক্রয় পরিচালনা করতে পারবে ফলে বিমান পিছিয়ে পড়বে।যেহেতু বিমান কর্তৃক কম দামে ---ব্যবহার করতে পারলে বিমানের লাভ হবে কাজেই Exclusive Agreement অফার বিমানকেই দিতে হবে, এ্যাবাকাস লিঃ দেবে না। ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বাংলাদেশ বিমান এবং মেসার্স এ্যাবাকাস লিঃ এর সাথে শুধুমাত্র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের টিবিট বিক্রির চুক্তি করার মাধ্যমে সরকারি আর্থিক ক্ষতি রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয় যেতে পারে।
- আর্থিক মিতব্যায়িতা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- বর্ণিত ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪।

শিরোনাম ঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সরকারী কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪জন কর্মচারীকে অনিয়মিত ভাবে নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ৯,১৪,১০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পে-রোল শাখা এবং নিয়োগ শাখার নথি পত্র থেকে দেখা যায় যে,

- পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সরকারী কোটা নীতিমালা অনুসরণ এবং প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা ছাড়া ২৫৪জন কর্মচারীকে অনিয়মিত ভাবে নিয়োগ ও বেতন ভাতা প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ৯,১৪,১০,০০০ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ঘ" তে দেখানো হলো)।**
- অনুমোদিত পদ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন শাখাতে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন, কোটা নীতিমালা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কিছুই পরিপালন করা হয়নি।
- উক্ত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মচারী থেকে ২৫৪ জনকে ০৩ বছরের জন্য মাসিক ১৫,০০০ টাকা বেতনে বিমানের অন্যান্য সুবিধা প্রদানের শর্তে ২০০৯ সালে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তাঁদেরকে বিমানের পরিচিতি নং-(G-৫০২৩০ থেকে ৫০৪৮০ = ২৫৫ জন) দেয়া হয় এর মধ্যে শুধু G-৫০২৬১ নং ধারীকে পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- (i) উলে-খ্য যে নিয়োগকৃত ২৫৪ জনের মধ্যে ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে কোন শাখায় কতদিন কাজ করেছেন,
  (ii) ক্যাজুয়াল ভিত্তিতে কোন শাখায় কতদিন কাজ করেছেন এবং ঐ একই ব্যক্তি চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের পর কোন শাখায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে,
  (iii) জেলা কোটায় কোন জেলায় কত জনের কোটা ছিল
  - এই বিষয়গুলোর তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হলেও তথ্য সরবরাহ করা হয়নি।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত ২৫৪ জনকে (নামের তালিকা সংযুক্ত) অনিয়মিতভাবে নিয়োগ দিয়ে ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালে ২৪ মাসে অনিয়মিত বেতন প্রদান করা হয়েছে (২৫৪ঃ ২৪ঃ ১৫,০০০) বা ৯,১৪,১০,০০০ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিমানের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নৈমিত্তিক ভিত্তিতে এবং দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে বেশ কিছু কর্মচারী বেতন বিভাগ ৩(১),৩(২),(টেক্স) এ নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো তন্মধ্যে উক্ত ২৫৪জনকে ৩ বছর মেয়াদ চুক্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- সরকারী নিয়োগবিধি উপেক্ষা করে নিয়োগ প্রদান অনিয়মিত হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, প্রত্যেক কর্মচারীকে জেলা কোটা অনুযায়ী শূন্য পদের বিপরীতে ক্যাজুয়াল দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জবাব সন্ড়োষজনক না হওয়ায় পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদানকারী কর্মকর্তাগণের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ তাদেও বির"দ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- সরকারি বিধবিধান পরিপালনের মাধ্যমে আলোচ্য নিয়োগ নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ কার্গো ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ডলারের পরিবর্তে অনুমিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্ড়র করে ভাড়া টাকাতে গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,৩৬,৯৪,৩২৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে রাজস্ব আয় সম্পর্কিত কার্গো শাখার নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে,

- কার্গো ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ডলারের পরিবর্তে অনুমিত রেটের কম রেটে ডলারকে টাকায় রূপান্ড়র করে ভাড়া টাকাতে গ্রহণ করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৫,৩৬,৯৪,৩২৫ টাকা।**(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ঙ" তে দেখানো হলো)।**
- বিমানের ট্যারিফ শাখার পত্র নংDACQTBG/STC/2010/ 475 date 19.12.10 এর মাধ্যমে বিমানের কার্গোতে মালামাল বহনের ভাড়া হার সংশোধন করা হয়েছে। উলে- খ্য সকল ক্ষেত্রেই ভাড়ার হার USD এ নির্ধারিত।
- ভাড়া আদায়ের বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে USD কে টাকায় রূপান্ড়র করতঃ বিল টাকাতে গৃহীত হয়েছে।
- বিমানের অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে প্রতি ৩ মাস অন্ড়র ডলারকে টাকায় রূপান্ড়রের হার সম্পর্কিত আদেশ জারী করা হয়।
- ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে আদায় ভাউচার পরীক্ষান্ড়ে দেখা যায় জুলাই'০৯ থেকে ফেব্রুয়ারী' ১১ সময় পর্যন্ড় ১ ইউএস ডলার ৬৯.৪০ টাকা হারে USD কে টাকায় রূপান্ড়র করে টাকায় বিল গৃহীত হয়েছে। মার্চ' ১১ হতে মে' ১১ সময়ে ৭০ টাকা হারে এবং জুন'১১ তে ইউএসডলার ৭২ টাকা হারে রূপান্ড়র করা হয়েছে।
- বিমানের অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ডলার ও টাকার বিনিময় হারের কম হারে ডলারকে টাকায় রূপান্ড়র করে কার্গোর ভাড়া আদায় করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে ৫,৩৬,৯৪,৩২৫.৬৬ টাকা (বিস্ড়রিত বিবরণ পরিঃ 'ক')।
- উলে- খ্য জুলাই'০৯ হতে ডিসেম্বর'০৯ সময়ে ডলার ও টাকার বিনিময় হার ছিল ৬৯.৪০ টাকা। উক্ত ০৬ মাসে ১ ইউএস ডলার ৬৯.৪০ টাকা হারেই ইউএস ডলারকে টাকায় রূপান্ড়র করাতে ঐ ০৬ মাসে আর্থিক ক্ষতি ঘটেনি, পরবর্তী জানু' ১০ থেকে জুন' ১১ সময়ে আলোচ্য ৫,৩৬,৯৪,৩২৫.৬৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বিমানে কার্গো সংক্রান্ড় ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ বিশেষ করে ইউএস ডলার এ নির্ধারিত হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে ইউএস ডলার বাংলাদেশী মুদ্রাতে র"পান্ড়র করে ভাড়া আদায় করা হয়। বিমানের জন্মলগ্ন থেকে ট্যারিফ শাখা কর্তৃক বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় ঐ বিনিময় হারেই টাকা গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ড় এই পদ্ধতির বির"দ্ধে অভ্যন্ড়রীণ ও সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষা এবং কর্তৃপক্ষের কোন অবস্থান এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই, যে কারনে কোন সংশোধনী আনার চিন্ড়া ভাবনা করা হয় নাই।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- বাজার দর অপেক্ষা অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সোনালী ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারের কম হারে এমনকি বিমানের অর্থ বিভাগ কর্তৃক তিন মাস অন্ড়র বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ যে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে উহা অপেক্ষাও কম হারে ডলারকে (ইউএসডলার) টাকায় র"পান্ড়র করা হয়েছে।
- বিমানের ট্যারিফ শাখা ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক। বিমানের ট্যারিফ শাখা শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমিত বিনিময় হার অনুসরণ করতে পারে। কাজের সুবিধার্থে বিমানের বোর্ড কর্তৃক বিনিময় হারের তারতম্য বিবেচনায় বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে প্রতি ২/১ মাসের ব্যবধানে বিনিময় হার নির্ধারণ করাই যুক্তিসংগত ছিল।

- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,বিমানের ট্যারিফ শাখা ডলারের বিনিময় হার নির্ধারণ করে থাকে। ট্যারিফ শাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ অনুসরন করেই Rate of Exchange নির্ধারন করে থাকে। জবাব সন্তোষ জনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- কার্গো ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে কম বিনিময় হারে ইউএস ডলার টাকায় গ্রহণের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক ।
- সরকার নির্ধারিত বিনিময় হার পরিচালন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা-কে অর্থ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ৪৬,১৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টিকিট রিজার্ভেশন শাখার নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কাজ ছাড়াই পরামর্শক ফি প্রদানের নামে মেসার্স এয়ারলোজিকা কে অর্থ প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪৬,১৫,০০০ টাকা।।**(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "চ-১ও চ-২" তে দেখানো হলো)।**
  বিমানের টিকিট রিজার্ভেশন বিষয়ে Outsource airalysis & reporting of GDS (Global distribution System) নামে এয়ারলোজিকা কর্তৃক Invoice /বিল দাবী করা হয় এবং কমার্শিয়াল অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত হয়ে বিল প্রদান করা হয়।
- টিকিট রিজার্ভেশন বিল সমূহ যাচাই করে দেখা যায় টিকিট রিজার্ভেশন এ booking সংখ্যা অপেক্ষা, টিকিট ক্যানসেল সংখ্যা অনেক বেশী, টিকিট বিক্রি সংখ্যার সাথে ক্যানসেল ও বুকিং এর পরিসংখ্যান মিল নেই।
- বর্ণিত অমিলের বিষয়ে বিল Certifiy কারী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করা হয় তিনি এ বিষয়ে কোন তথ্য দিয়ে অডিটকে সহায়তা করতে পারেন নাই। এ বিষয়ে এয়ারলজিকার কোন তথ্য নেই।
- GDS কোম্পানী মেসার্স Amadus এর বিল পরীক্ষা করে দেখা যায় বিমান কর্তৃক বিল দেয়া হয়েছে ১০৩.৭৪ লক্ষ টাকা। টিকিট বুকিং পর্যালোচনাতে দেখা যায় প্রকৃত টিকিট বিক্রি ২ অর্থ বছরে ৩,৬০,৯৪৪টি এর বিপরীতে বুকিং ১১,৯০,৩৩০টি এবং বুকিং বাতিল এর বিল দেয়া হয়েছে ১৯,৮৪,৪২২ টি (পরিঃ ঝ) এই বুকিং বাতিলের কোন তথ্য যেমন, যাত্রী পরিচয়, কোন তারিখে বুকিং, কোন তারিখে বাতিল, ফ্লাইট নং ইত্যাদি কোন তথ্যই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এয়ারলোজিকা দিতে পারে না ফলে Certifiy কারী কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হাসান, কমার্শিয়াল অফিসার দিতে পারেন নাই অর্থাৎ কাজ ছাড়াই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মেসার্স এয়ারলোজিকাকে ২ বছরে ৪৬,১৫,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে (পরিঃ ঞ-১)।
- কাজ ছাড়াই বিল প্রদান করার কারণ অডিটকে অবহিত করার অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, এয়ারলোজিকা কোম্পানী ZEUS Softwar এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীগুলির BIDT পর্যালোচনা সাপেক্ষে GDS ব্যবহারকারী ট্রাভেল এজেন্টদের সামগ্রীক কর্মকান্ড সংক্রান্ড় মাসিক ভিত্তিতে তথ্য প্রদান করা হয়। ফলে এয়ারলোজিকাকে পরামর্শ ফি প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- এয়ারলোজিকা এর বিল সার্টিফাইকারী কর্মকর্তা জনাব নাজমুল হাসান, কমার্শিয়াল অফিসার HDQ & GDS Cell অডিটকালীন সময়ে অডিট দলকে এ বিষয়ে কোন প্রকার তথ্য সরবরাহ করেন নাই।
- মেসার্স এ্যামাডিউস (GDS কোম্পানী) এর বিল অনুযায়ী টিকিট বিক্রি ৩,৬০,৯৪৪ টি কিন্তু ক্যানসেল ১৯,৮৪,৪২২ টি (পরি ঝ) এই ক্যানসেল এর সমর্থনে কোন তারিখে বুকিং, কোন তারিখে ক্যানসেল, পাশপোর্ট নম্বরসহ বুকিংকারীর পরিচয় এর"প কোন তথ্য এয়ারলোজিকা দিতে পারে না। ফলে জবাব সন্ড়োষজনক নয়।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, Airlogica এর সাথে চুক্তির কারনে এবং প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ ব্যয় বহুল এজেন্ট, Duplicate Waitlist বুকিং, দেশ অনুযায়ী বুকিং বাতিল অনুপাত, ফ্লাইট বিলম্ব হেতু খরচ এবং বিভিন্ন ফ্লাইট মনিটরিং করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে GDS Awarness Program এর ৭০-৮০% শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। জবাব নিরীক্ষায় গৃহীত হয়নি কারন উলে-খিত বিষয়গুলো জবাবে উলে-খ করা হলেও নিরীক্ষাকালে এ ধরনের কোন মাসিক প্রতিবেদন নিরীক্ষা দলের গোচরীভূত হয়নি।উলে-খ যে, Airlogica কোম্পানী Zeus Software এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীর BIDT পর্যালোচনা সাপেক্ষে ট্রাভেল এজেন্ট দের সামগ্রীক কর্মকান্ড সংক্রান্ড় মাসিক ভিত্তিতে যে তথ্য প্রদান করা হয় উহার প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি।পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২

খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলে ২৪/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় Airlogica কোম্পানীর ZEUS Softwar এর মাধ্যমে GDS কোম্পানীগুলোর GDS পর্যালোচনা সাপেক্ষে ব্যবহারকারী ট্রাভেল এজেন্টদের সার্বিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। জবাবে নিরীক্ষা আপত্তি অনুযায়ী চাহিদাকৃত তথ্যাদি দেয়া হয়নি বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যেহেতু এয়ারলোজিকা কর্তৃক GDS কোম্পানীর বুকিং ,ক্যানসেল এর তথ্য উদঘাটন করা যাচ্ছে না, বিমানকে টিকিট বিক্রির প্রায় ৬ গুণ টিকিট বাতিল ফি দিতে হয়, কাজেই এর ন্যায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ফি দিয়ে বিমানের উপকার হয়নি বিধায় ক্ষতির জন্য ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- ঋবিষ্যতে এ ধরনের কাজে পরামর্শক নিয়োগ করতে হলে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যাতে টিকিট বিক্রি, বুকিং, বুকিং বাতিল, যাত্রী পরিচয় ইত্যাদি সকল তথ্য সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য দিতে পারে সে বিষয়গুলি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে বিমান কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২৬,২৫,৮০৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ,ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সংস্থার সচিবালয় শাখা ও পে-রোল শাখার নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যান মহোদয়কে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক (remuneration) প্রদানে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২৬,২৫,৮০৬ টাকা। (বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ছ" তে দেখানো হলো)।
- ২০০৭ সালে বিমান সংস্থাকে কর্পোরেশন থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্ড়র করা হয়। বিমান যখন কর্পোরেশন ছিল তখন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চেয়ারম্যান মনোনীত হতেন। কিন্তু তখন কোন চেয়ারম্যান বিমান থেকে কোন মাসিক পারিতোষিক পেতেন না।
- পরবর্তীতে কোম্পানী হওয়ার পর সূত্র নং বিপম/বিমান/কমিটি-১/৯৯(অংশ)-৩৬৯ তারিখ ২৮-১২-২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে বিমান থেকে কোন মাসিক পারিতোষিক দেয়া হতো না।
- গত ১৫.০১.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- বিপম/বিমান/কমিটি/৯৯(অংশ)-২০ এর মাধ্যমে জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যাহতি এবং সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহম্মেদ, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ) কে তদস্থলে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।
- বিমান পরিচালনা পর্ষদের ৬.৬.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের ৩৫তম সভায় শুধুমাত্র জনাব জামাল উদ্দিন আহম্মেদকে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা পারিতোষিক প্রদানের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা হয়।
- তাছাড়া প্রচলিত বিধান হলো নিয়োগদাতা কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যক্তির বেতন-ভাতা/পারিতোষিক নির্ধারণ করেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে জনাব জামাল উদ্দিন আহম্মেদকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলেও মাসিক পারিতোষিক প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং বোর্ড কর্তৃক মাসিক পারিতোষিক নির্ধারণ করা নিয়োগ শর্তের ব্যতয় বলে নিরীক্ষা মনে করে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাসিক পারিতোষিক নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী পারিতোষিক পরিশোধ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- পারিতোষিক প্রদানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বিমানের পরিচালনা পর্ষদ সর্বোচ্চ কতৃপক্ষ বিধায় ১১-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভার অনুমোদন ক্রমে চেয়ারম্যান মহোদয়কে মাসিক ১,০০,০০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হচ্ছে। জবাব সন্ড়োষ জনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর চেয়ারম্যানকে অনিয়মিতভাবে মাসিক পারিতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যায়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথায় এ পর্যন্ত সমূদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত এই ধরণের পারিতোষিক প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনাম ঃ চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ১২,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা এর ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের হিসাব ২৪-০৭-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রশাসন ও হিসাব শাখার নথিপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে,

- চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণকে চুক্তিকৃত হারের অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদানে সংস্থার ক্ষতি ১২,০০,০০০ টাকা। ।**(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "জ" তে দেখানো হলো)।**
- তিন জন কর্মকর্তাকে নির্ধারিত বেতনে ০৩ বছর মেয়াদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়। নিয়োগের শর্ত এবং চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংশি- ষ্ট চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তাগণের বেতন বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে ১২,০০,০০০ টাকা।
- চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলেও অপ্রাপ্য সুবিধা প্রদান করতঃ বেতন বৃদ্ধি করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ঘটানোর কারণ অডিটকে অবহিত করার অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্ণিত ০৩ জন কর্মকর্তার যোগ্যতানুসারে ৫৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিমান লিমিটেড কোম্পানীতে র"পান্ড়রের পর বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ড় ই চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড়, ফলে বেতন বৃদ্ধি অনিয়মিত হয়নি।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- নিয়োগের শর্তানুযায়ী চুক্তিকৃত সময় ০৩ বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির অবকাশ নেই।কাজেই জবাব সন্ড়োষজনক নয়। তাছাড়া বোর্ড কর্তৃক কোম্পানির স্বার্থ উপেক্ষা করে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধন্য দেয়া হয়েছে।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ০৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ০১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে কর্পোরেশন থেকে পাবলিক লিঃ কোম্পানী করায় কোম্পানীর বোর্ড কতৃক গৃহীত সিদ্ধান্ড় চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় হিসেবে গন্য করা হয়। জবাব নিরীক্ষায় গৃহীত হয়নি।কারণ নিয়োগের শর্তানুযায়ী তিন বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই। পরবর্তীতে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলে ২৪-০২-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় বিমান পরিচালনা পর্ষদেও ২২-০৩-২০১০খ্রিঃ তারিখে অনষ্ঠিত ৫৮ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চুক্তিকৃত সময়ের মধ্যেই বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। নিয়োগের শর্তানুযায়ী চুক্তিকৃত সময় ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে বেতন বৃদ্ধিও অবকাশ নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বর্ণিত ০৩ জন কর্মকর্তাকে চুক্তির শর্ত লংঘন কওে অতিরিক্ত হারে বেতন প্রদান করায় আলোচ্য ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনাম ঃ প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী এবং প্রাপ্যহারের চেয়ে বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি ১,৮৪,৩১,০৫১ টাকা।

বিবরণ ঃ

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, কুর্মিটোলা, ঢাকা এর ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এর ১০২ ধারা অনুযায়ী কোন কর্মচারী/শ্রমিকের সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৪৮ ঘন্টা এবং উক্ত নিয়মিত কর্ম ঘন্টার অধিক সময় কাজ করলে ধারা-১০৮ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অধিকাল ভাতা দ্বিগুণ হারে প্রাপ্য হবেন।

(ক) প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় কাজ ব্যতীত ও কোন কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে ৪ ঘন্টার হারে (দ্বিগুণ হারে ৮ ঘন্টা) কাজ না করা সত্ত্বেও অধিকাল ভাতা প্রদান করায় সংস্থার ৯৬,৪৯,২৮২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

(খ) কর্মচারীগণের মাসিক মূল বেতনকে (৩০ ঃ ৮ঘঃ) বা ২৪০ ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা প্রতি অধিকাল ভাতা প্রদান না করে বিধি বহির্ভূতভাবে মূল বেতনকে ১৮০ ঘন্টা দিয়ে ভাগ করে ঘন্টা প্রতি অধিকাল ভাতা প্রদান করায় অধিকাল ভাতা বাবদ টাকা সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।

- ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট ক্ষতি (৯৬,৪৯,২৮২ + ৮৭,৮১,৭৬৯) বা ১,৮৪,৩১,০৫১ টাকা। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ঝ-১ ও ঝ-২ " তে দেখানো হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বিএফসিসি প্রশাসনিক আদেশ নং- ০৩/২০০২ তারিখ ৪/৭/২০০২ খ্রিঃ এর নিয়মানুযায়ী অধিকাল ভাতা প্রদান করার বিধান রয়েছে। এয়ারলাইন্স ও ক্যাটারিং সেন্টারের শিফট ডিউটির ওভারটাইমের হিসাব শর্টরেষ্ট ভিত্তিতে করা হয়।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- অধিকালভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রম আইন, ২০০৬ লংঘন করা হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ১৫-০২-২০১২ খ্রিঃ এবং ৩১-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ এবং ১৩-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে অধিকাল ভাতা বাবদ পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা এবং এরূপ ভাতা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনাম ঃ যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া) প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব, লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য ৬৫,০০,৭৭৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, মহাখালী, ঢাকার ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষাকালে লীজ সংক্রান্ড় নথি, প্রিমিয়াম আদায়, বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লীজে পরিচালিত (ফেরত নেওয়া) প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট হতে সরকারের রাজস্ব, লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা বাবদ আদায়যোগ্য টাকা ৬৫,০০,৭৭৪ টাকা। **(বিস্ড়রিত পরিশিষ্ট "ঞ" তে দেখানো হলো)।**
- চুক্তি পত্রের শর্ত অনুযায়ী লীজ দেওয়ার পূর্বে ৫০% বাৎসরিক লীজ প্রিমিয়াম নিরাপত্তা জামানত হিসাবে প্রদান করা হয় এবং লীজ মেয়াদ কার্যকর) হওয়ার দুই মাস পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের লীজ প্রিমিয়াম সংস্থার তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।
- লীজে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সংস্থার নিজস্ব জনবল নিয়োজিত রাখা হয় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে।
- বিদ্যুৎ বিল, খাজনা সরকারী রাজস্ব প্রিমিয়াম এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সাধন ইত্যাদি দিকে নজর রাখার জন্য প্রতিটি লীজ ইউনিটে নিজস্ব লোকবল নিয়োজিত রাখা হয়।
- এক্ষেত্রে সুষ্ঠু তদারকি ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকবলের অনীহার কারণে সংস্থা ও সরকারের উপরোক্ত রাজস্ব অনাদায়ী থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠান ফেরত নেওয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ প্রিমিয়াম আদায়ে লীজ গ্রহীতাকে কয়েকদফা তাগিদপত্র দেওয়া হয়। প্রিমিয়ামে ব্যর্থ হলে ইচ্ছা মাফিক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান নেই। সংশি-ষ্ট জেলার জজ আদালতে মানি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নিস্পত্তির পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- লীজ মেয়াদ শুর"র দুই মাস পূর্বেই পরবর্তী বৎসরের লীজ প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে এবং বাৎসরিক প্রিমিয়ামের ৬ মাসের অগ্রিম জামানত হিসাবে সংস্থায় জমা থাকে। অধিকন্তু সরকারী রাজস্ব যথাসময়ে পরিশোধের তদারকির জন্য জনবল নিয়োজিত রাখা হয়। সংশি-ষ্ট বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের নমনীয়তার কারণে সংস্থার ও সরকারের রাজস্ব যথাসময়ে আদায় ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ১৪-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাপক এর লীজ প্রদত্ত ইউনিট সমুহের লীজ প্রিমিয়াম ও বিবিধ পাওনা আদায়ের জন্য চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী প্রতিটি ইউনিটের সাবেক ও বর্তমান লীজ গ্রহীতাকে যথাসময়ে কয়েক দফা পত্র দেয়া হয় কিন্তু লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাওনা পরিশোধ না করার জন্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লীজ চুক্তি বাতিল পূর্বক বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নেয়া হয়। আয়কর প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় আপত্তিতে জড়িত ইউনিট গুলোর মধ্যে খাগড়াছড়ি, সাগরদাড়ি, বেনাপোল, টঙ্গীপাড়া, টেকনাফ ইতি মধ্যে সংস্থার নিজস্ব নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।এছাড়া সরকারের পাওনা আদায়ের জন্য জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। জবাব সন্ড়োষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশি-ষ্ট ব্যক্তিবর্গের বির"দ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়াসহ অর্থ আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনাম ঃ ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯,২৯,৮৪০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, মহাখালী, ঢাকার ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষাকালে ইজারা সংক্রান্ড় নথি, বিল ভাউচার, সংশি- ষ্ট রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ইজারাদারগণের নিকট হতে মূসক ও আয়কর আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৮,৮৮,৪৬৯ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং এসআরও নং-১৩৩/আইন/৯৯/২১৪ মূসক তারিখ ১০-৬-২০০৯ এর মাধ্যমে (সেবা কোড এস-০৭৪.০০) গুদাম, স্থান ও স্থাপনা ভাড়ার ক্ষেত্রে ১৫% হারে মূসক ইজারা সেবার বিপরীতে আদায়যোগ্য ।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি ৫৩(১৭)(বি) অনুযায়ী ইজারা মূল্যের উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশ রয়েছে।
- পরিশিষ্টের বর্ণনা অনুযায়ী সাতটি লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মূসক এবং আয়কর বাবদ মোট (১৪,১৬,৫৭৬+৪,৭১,৮৯৩) বা ১৮,৮৮,৪৬৯ আদায়যোগ্য। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ট " তে দেখানো হলো)।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ প্রদত্ত ইউনিটগুলোর ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় সংক্রান্ড় বিষয় কর্তৃপক্ষের জানা ছিলনা। কয়েকটি ইউনিট ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করলেও কতিপয় লীজ গ্রহীতা বাপক এর বিপক্ষে হাইকোর্টে রীট মামলা দায়ের করেছেন এবং সংস্থা কর্তৃক লীজ গ্রহীতার বির"দ্ধে সংস্থার পাওনার জন্য জেলা জজ আদালতে মানি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। মামলা অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- সরকারী রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত আদেশ সংশি- ষ্ট রাজস্ব আদায়কারী বিভাগের না জানা কোন অজুহাত নয়। সংশি- ষ্ট বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক যথাসময়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে উভয় পক্ষকে মামলায় জড়িত হতে হতো না এবং সরকারও রাজস্ব হতে বঞ্চিত হতো না।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ১৪-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,বাপক এর বাণিজ্যিক ইউনিট গুলো পৃথক পৃথক চুক্তির মাধ্যমে লীজ গ্রহীতার নিকট হস্ড়ান্ড়র করা হয়।কয়েকটি ইউনিটের লীজ চুক্তিতে ভ্যাট ও আয়কর আদায়ের বিষয়ে সরাসরি কোন নির্দেশনা ছিল না।পরবর্তীতে লীজ গ্রহিতাদেরকে বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম এর উপর আয়কর আদায়ের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়।লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সরকারের পাওনা পরিশোধ না করায় র্কোটে রীট মামলা দায়ের করা হয়।লীজ প্রদত্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে চুক্তি বাতিল পূর্বক বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।সরকারী পাওনা আদায়ে আদালতে দায়ের কৃত মামলার অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারী রাজস্ব আদায় সহ যথাসময়ে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য সংশি- ষ্টদেও বির"দ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
- বিধি মোতাবেক মূসক ও আয়কর আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনাম ঃ ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় করা হয়। নিরীক্ষাকালে পর্যটন হোটেল, মোটেল, রেস্ড়োরাঁ ও বার ইজারা চুক্তিপত্র সংশি-ষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় উক্ত রাজস্ব ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে;

- ইজারা মূল্যের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে করের অর্থ দীর্ঘদিন ধরে আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৮-০৬-২০০০ খ্রিঃ তারিখে এস.আর.ও নং-১৭০-আইন/২০০০/২৬৯-মূসক অনুযায়ী ইজারা মূল্যের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায়যোগ্য;
- এবং আয়কর অধ্যাদেশ এর সেকশন-৫৩ এ ও বিধি-১৭ বি (অর্থ আইন ১৯৯৯)/আয়কর অধ্যাদেশ এর সেকশন-৫৩ জে ও বিধি-১৭ বিবি(অর্থ আইন-২০০৯) অনুযায়ী ইজারা চুক্তি মূল্যের ৫% হারে উৎসে আয়কর প্রযোজ্য;
- কিন্ড়ু পরিশিষ্টে বর্ণিত পর্যটন হোটেল, মোটেল, রেস্ড়োরাঁ ও বার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ইজারা ভিত্তিতে ২০০২ সাল হতে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বার্ষিক প্রিমিয়াম/ইজারা মূল্য নিয়মিত আদায় হলেও উলি-খিত নির্দেশনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাট ও আইটি আদায়ে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে;
- ফলে শুর" হতে ২০১০ সাল পর্যন্ড় ৫জন ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১,৭৪,৬৩,৯৭০ টাকা ও উৎসে কর বাবদ ৪৭,৫১,৫২২ টাকা সর্বমোট ২,২২,১৫,৪৯২ টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট " ঠ " তে দেখানো হলো)।**
- বার্ষিক প্রিমিয়াম আদায় নিশ্চিত করা হলেও বর্ণিত ভ্যাট ও আইটি আদায় না করে সরকারি রাজস্ব ক্ষতির বিষয়ে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর লীজ প্রদত্ত বাণিজ্যিক ইউনিটগুলোর ভ্যাট ও উৎসে কর আদায়ের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে জানা ছিল না। পরবর্তীতে কাষ্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের এর জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি অত্র সংস্থার নজরে আসে। ভ্যাট ও উৎসে কর পরিশোধের জন্য সকল লীজ গ্রহীতাকে জানানো হলে লীজ গ্রহীতা কর্তৃক রীট মামলা দায়ের করা হয়েছে। রীট মামলা নিস্পত্তি হলে পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- সরকারি বিধি-বিধান না জেনে সরকারি স্থাপনা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হস্ড়ান্ড়র করা সংশি-ষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্তব্য কাজে অবহেলা হিসেবে বিবেচ্য। উক্ত কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে এবং ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়েও মামলার সুযোগ পেয়েছে। লীজ প্রিমিয়াম আদায় হলেও সাথে সাথে ভ্যাট ও উৎসে কর আদায়ে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়।জবাবে জানানো হয় যে, উক্ত সংস্থার লীজকৃত ইউনিট মোটেল লাবন্য, বান্দরবান, সাকুরা, র"চিতা রেস্ড়োরা ও বার এবং খাগড়াছড়ি ইউনিটগুলো সরকারী সিদ্ধান্ড়ের প্রেক্ষিতে ৫টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট লীজ প্রদান করা হয়।পরবর্তীতে লীজ মানির উপর আয়করের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারে।এর পর প্রতিষ্ঠান সমূহকে লীজ মানির উপর উৎসে কর পরিশোধের জন্য তাগিদপত্র দেয়া হলে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উপর আয়কর প্রযোজ্য নয় বলে জানান এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বির"দ্ধে মামলা দায়ের করে।তাছাড়া খাগড়াছড়ি ইউনিটের জমাকৃত জামানত এর অর্থ সমন্বয়ের পর বকেয়া পাওনার পরিমান ৫,১২,১৩৯ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা জর্জ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারী রাজস্ব আদায়সহ কর্তব্য কাজে অবহেলা এবং সরকারি রাজস্ব ক্ষতির ক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর কর্তণের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ- ১৩।

শিরোনাম ঃ বান্দরবানস্থ মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্ড়বায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত না হওয়াতে এ পর্যন্ড় উক্ত খাতে আর্থিক ক্ষতি ১,৪২,৮০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছর হিসাব ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে '' মিরিঞ্জা'' পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রকল্পের নথি থেকে দেখা যায়;

- মিরিঞ্জা প্রকল্প বাস্ড়বায়নে প্রকল্পের যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ এবং এ পর্যন্ড় উক্ত খাতে খরচ করাতে ক্ষতি ১,৪২,৮০,০০০ টাকা।
- প্রকল্পটির বরাদ্দ ৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা, বাস্ড়বায়নকাল ২০০৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০০৯ (সংশোধিত)। প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের মধ্যে RCC Dam, Building Cable car, Water Reservoir, Machinary ইত্যাদি অন্ড় র্ভূক্ত রয়েছে।
- জুন, ১০ পর্যন্ড় এ প্রকল্পে খরচ করা হয়েছে ১৪২.৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের রেস্ড়রাঁ, রাস্ড়া (অভ্যন্ড়রীণ), কাটাতারের বেড়া, ৫০০ KVA Sub Station নির্মাণ করা হলেও এ পর্যন্ড় বাঁধ এবং Cable car নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।
- বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এর পত্র নং-প-৫(৫৭)/২০০৭/(অংশ-১)/১৫৪/৯১৯ তারিখ ২৯-৩-১১ খ্রিঃ অনুযায়ী প্রকল্পটির বাকী অংশ বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হবেনা, লাভজনক হবেনা বিধায় তা '' পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে'' হস্ড়ান্ড়র করার জন্য '' বেসামারিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা'' সমন্বয় কমিটির ১২-৮-১০ খ্রিঃ তারিখের সভাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় উলে- খ করেছেন ''মিরিঞ্জা প্রকল্পটি'' গ্রহণ করা সার্বিক বিবেচনায় যথার্থ হয়নি। তিনি বান্দরবান সদরে নীলাচল নামক স্থানে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করার পরামর্শ দেন (প্রমাণক সংযুক্ত)।
- আলোচ্য ১৪২.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও তা কোনও কাজে আসছেনা এরূপ সরকারী অর্থ অপচয় করার কারণ অডিটকে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, সংস্থা থেকে ২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি মিরিঞ্জা এলাকা পরিদর্শন করে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে। এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যাবল কারসহ অন্যান্য পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি অনুমোদন হয়। ক্যাবল কার নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি বিধায় সংস্থা লোকসানের সম্মুখীন হয় এবং প্রকল্পের সব Component এর কাজ বাস্ড়বায়ন করা সম্ভব হয়নি ফলে প্রকল্প লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই ছাড়া প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করাতে আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মিরিঞ্জা প্রকল্পটি পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক গ্রহন করা হয়েছে।তবে প্রকল্পটির মুল আকর্ষণ ক্যাবল কার বাস্ড়বায়ন না করায় কেবল মাত্র রেস্ড়রার অংশ চালু করায় প্রকল্পটি লোকসানের মুখে পড়ে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারী অর্থ অপচয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অপচয়কৃত টাকা সংশি- ষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৪ ।

শিরোনাম ঃ টেকনাফস্থ পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ৩৪,০৩,০১২ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ হিসাব ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে হোটেল নেটং, টেকনাফ এর লীজ নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পর্যটন হোটেল নেটং পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তি শর্ত ভংগ এবং ভ্যাট, ট্যাক্স, প্রিমিয়াম শর্তানুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ৩৪,০৩,০১২ টাকা।
- পর্যটন হোটেল নেটং, টেকনাফ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনাকালে গড়ে প্রতি বছর ৩.১৮ লক্ষ টাকা অপারেটিং লস হওয়ায় বোর্ডের সিদ্ধান্ড়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়;
- সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর হোটেল মোটেল ব্যবসার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বার্ষিক ১৩,৫০,৯০১ টাকা (প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে) প্রিমিয়ামে প্রাথমিকভাবে ১৫ বছরের জন্য ২১-৮-২০০৮ খ্রিঃ ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা হয়;
- চুক্তির অধিকাংশ শর্ত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক লংঘন করা হয়েছে। হোটেলে আগত অতিথিদের নিকট হতে ভ্যাট আদায় করা হলেও তা সরকারি কোষাগারে জমা না করার অভিযোগে ভ্যাট কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক ০১-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের আদেশে ইজারা গ্রহীতার ওপর ভ্যাট ফাঁকির অভিযোগে ১৫ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড আরোপ করা হয়েছে;
- চুক্তি শর্ত অনুযায়ী ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক সংস্থার জনবলের প্রাপ্য সুবিধাদি পরিশোধ না করা, মেরামত ও সংরক্ষণ না করা, ইউটিলিটি বিল ও ফি পরিশোধ করা হয়নি;
- চুক্তি শর্ত অনুযায়ী ৩য় বছরের অগ্রিম প্রিমিয়াম, প্রিমিয়ামের ওপর ভ্যাট ও উৎসে কর এবং অন্যান্য পাওনাসহ মোট ৪০,৭৯,৭৯,০১২ টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি। পরবর্তীতে চুক্তি বাতিল করে হোটেলটি সংস্থার অধীনে ০১-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে বুঝে নেয়া হয়েছে;
- নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৬,৭৫,৪৫১ টাকা সমন্বয়ের পরও অবশিষ্ট (৪০,৭৯,০১২-৬,৭৫,৪৫১) বা ৩৪,০৩,০১২ টাকা চুক্তি শর্ত অনুযায়ী আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি হয়েছে;
- উক্ত ক্ষতির মধ্যে বিক্রয় ভ্যাট বাবদ ১২,৫৮,০৭০ টাকা, প্রিমিয়ামের ওপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ২,১২,৮৯৪ টাকা ও উৎসে কর বাবদ ৯৭,৯৮৩ টাকা অর্থাৎ ভ্যাট ও উৎসে কর বাবদ ১৫,৬৮,৯৪৭ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতিও অন্ড়র্ভুক্ত রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রপার্টি ডেভেলপারের সাথে পর্যটন মোটেল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। চুক্তিপত্রের শর্ত ভংগের কারণে মোটেলটি বুঝে নেয়া হয় এবং দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকালে বিপুল অংকের পাওনা সৃষ্টি হয়। উক্ত পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে মানিস্যুট দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- হোটেল/মোটেল পরিচালনার অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী অর্থ বকেয়ার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও তা ইজারা গ্রহীতাকে প্রদান করায় বকেয়ার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। যা কর্তব্য কাজে অবহেলা ও সরকারি ক্ষতি নিশ্চিত হয়েছে। দায় দায়িত্ব এড়ানোর লক্ষ্যে মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ কে হোটেল নেটং এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করা হলেও কোন মেরামত করা হয়নি। তাছাড়া উৎসে কর ও ভ্যাট পরিশোধের জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত প্রতিষ্ঠান এ খাতে কোন অর্থ পরিশোধ করে নাই।এ সকল শর্ত ভঙ্গের দায়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির দ্বারা উলে-খ পূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়।এক পর্যায়ে হোটেল

গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানটি উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করে প্রাপককে বুঝে নেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।পরবর্তীতে বাপক এর নির্ধারিত কমিটি কতৃক হোটেল নেটিং বুঝে নেয়া হয়। দায় দেনা নির্ধারন করতে গিয়ে দেখা যায় লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিপুল অংকের টাকা পাওনা থেকে যায়।এ সকল পাওনা পরিশোধের জন্য লীজ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি কোন সাড়া দেয়নি।পরবর্তীতে বাপক কতৃক মেসার্স নর্থ সাউথ প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর নিকট হতে বকেয়া আদায়ের জন্য জেলা জর্জ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।এ বিষয়ে অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী যথাযথ মনিটরিং না করা, আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্র তৈরীর সুযোগ দেয়া, সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব সংগ্রহ না করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতির টাকা আদায়সহ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- মামলার পরবর্তী অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৫ ।

শিরোনাম ঃ গলফার্স ইন রেস্ড়াঁ ও বার গল্ফ ক্লাব এর নিকট হস্ড়ান্ড়রের পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি ২৫,৫১,৯০৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বাপক) ঢাকা এর ২০০৯-১০ সালের হিসাব ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ থেকে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় বিশেষ নিরীক্ষাকালে গলফার্স ইন এর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গলফার্স ইন রেস্ড়াঁ ও বার গল্ফ ক্লাব এর নিকট হস্ড়ান্ড়রের পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বাপক) এর মালামাল ফেরৎ না আনাতে/মূল্য আদায় না করাতে ক্ষতি ২৫,৫১,৯০৯ টাকা।
- গত ১-৯-০৫ তারিখ থেকে বাপক রেস্টুরেন্টটি গালফার্স ক্লাব কুর্মিটোলার নিকট হস্ড়ান্ড়র করে। কিন্ড়ু উহার মালামাল মে'১১ পর্যন্ড় ফেরৎ আনা হয়নি। বাপক এর পত্র নং এইচকিউ-২১ (১৭)/২০০৪-বানি/৮৯/৭৮৯ তারিখ ২১-৩-১০ থেকে দেখা যায় উক্ত ফেলে আসা মালামাল (ফার্নিচার, ক্রোকারিজ মেশিনারি) ইত্যাদি এর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দের বুকভ্যালু ২৮,৮৬,৭০৯ টাকা, ভাড়া বাবদ গল্ফ ক্লাবের পাওনা ৩,৩৪,৮০০ টাকা ফলে বাপক এর মালামালের মূল্য বাবদ গল্ফ ক্লাব এর নিকট পাওনা (২৮,৮৬,৭০৯-৩,৩৪,৮০০)=২৫,৫১,৯০৯ টাকা।
- ২০০৫ সালে রেস্টুরেন্ট থেকে চলে আসলেও এই দীর্ঘ ০৫ বছরের মধ্যে মালামাল ফেরৎ আনার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। মালামাল ফেরৎ না আনার কারণে অথবা মূল্য আদায় না করার কারণে সংস্থার ক্ষতি হয়েছে উক্ত ২৫,৫১,৯০৯.০০ টাকা।
- উক্ত টাকা আদায় না করার কারণ অডিটকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, গালফার্স ইন রেস্ড়াঁ ও বার কুর্মিটোলা গলফ্ ক্লাবে ১৯৮৩-৮৪ থেকে কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল, ২০০৫ সালে কুর্মিটোলা গল্ফ ক্লাব গলফার্স ইন রেস্ড়াঁ ও বার নিজস্ব ব্যবস্থায় পরিচালনা করবে মর্মে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে। ক্লাবের নির্দেশে রেস্ড়াঁ ও বারের যাবতীয় মালামাল না নিয়ে চলে আসতে হয়েছে। বার লাইসেন্স ফেরৎ দেয়া হয়নি।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- কর্পোরেশনের মালামাল ফেরৎ আনতে ব্যর্থ হওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গলফ ক্লাবে রেখে আসা মালামাল এর মূল্য বাবদ ২৫,৫১,৯০৯ টাকা পরিশোধ বিষয়ে গলফ ক্লাব কর্তৃপক্ষের সাথে একটি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ২৬-০৩-১০ খ্রিঃ তারিখে পত্র লেখা হয়।গলফ ক্লাব কতৃপক্ষ এ ব্যাপারে গুর"ত্বারোপ না করায় দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না।তাছাড়া উক্ত সংস্থার নামে ইস্যু কৃত গলফ ক্লাবের বার লাইসেন্সটি দিয়ে গুলশান/বারিধারা এলাকায় একটি বার পরিচালনার জন্য মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জর"রী ভিত্তিতে মালামাল অথবা উহার মূল্য এবং বার লাইসেন্স ফেরৎ আনার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৬।

শিরোনাম ঃ আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে পর্যটন মোটেল বেনাপোলের লীজ নথি পর্যালোচনায় উক্ত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়;

- আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করার পর অনিয়মিতভাবে ইজারা চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির শর্ত লংঘন এবং পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা।
- পর্যটন মোটেল বেনাপোল ২০০৩ সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুর" হয়। সংস্থার অধীনে পরিচালিত ইউনিটটি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে থাকা অবস্থায় বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে ০৮-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত উন্মুক্ত দরপত্রে (পুনঃ টেন্ডার) প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরদাতার বার্ষিক প্রিমিয়াম ১২,১৭,০০০ টাকায় (প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে) টাকায় প্রাথমিকভাবে ১৫ বছরের জন্য লীজ চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য ১৫-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মেসার্স হেলসিয়াম ক্যাটারিংকে লেটার অব ইনটেন্ট প্রদান করা হয়;
- কিন্ড়ু মেসার্স হেলসিয়ান কর্তৃক লেটার অব ইনটেন্টের শর্তানুযায়ী ১৫দিনের মধ্যে লীজ প্রিমিয়ামের অগ্রিম অর্থ পরিশোধ না করে খসড়া চুক্তিপত্রের অধিকাংশ শর্ত পরিবর্তনের অনুরোধ জানায়;
- যা সিডিউলে বর্ণিত শর্তাবলীর সুস্পষ্ট লংঘন বিধায় ১৮-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে পর্যটন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেসার্স হেলসিয়ানের আর্নেষ্ট মানি বাবদ ৩১,৮০০ টাকা সংস্থার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ড়গ্রহণ করা হয়;
- কিন্ড়ু পরবর্তীতে মেসার্স হেলসিয়ান কর্তৃপক্ষ বেনাপোল মোটেলটি পরিচালনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ১৭-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে পর্ষদের ৩৫০তম সভার সিদ্ধান্ড়ে পূর্বের লেটার অব ইনটেন্টের শর্তে অর্থ জমা সাপেক্ষে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুমোদন দেয়া হয়;
- বাজেয়াপ্তকৃত আর্নেষ্ট মানি অনিয়মিতভাবে লীজ প্রিমিয়ামের সাথে সমন্বয়পূর্বক ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে বেনাপোল মোটেল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার লক্ষ্যে মেসার্স হেলসিয়ামের সাথে চুক্তি করা হয়। যা ০১-০১-০৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হয়;
- মেসার্স হেলসিয়ানের ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর প্রত্যায়নপত্রে বর্ণিত ব্যবসায়িক ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানায় গরমিল রয়েছে এবং চুক্তিপত্রে বর্ণিত পার্টির ঠিকানা ও সত্বাধিকারের স্বাক্ষরের নিচে স্ট্যাম্প সীলের ঠিকানায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে;
- মেসার্স হেলসিয়ান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তিপত্রের অধিকাংশ শর্ত লংঘন করা হয়েছে। যার মধ্যে বার্ষিক প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও ট্যাক্স অগ্রিম পরিশোধ না করা, ইউটিলিটি বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতা পরিশোধ না করা, নিজ খরচে ঝুঁকি বীমা না করা, সিএ ফার্ম কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষা না করা এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা;
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ চুক্তির শর্তানুযায়ী পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং নিরাপত্তা জামানতের সমপরিমাণ অর্থ পাওনা থাকা অবস্থায় চুক্তির শর্তানুযায়ী ইজারা বাতিল না করে ইজারা গ্রহীতাকে সুযোগ প্রদান করায় সর্বশেষ মোটেলটি বুঝে নেয়ার সময় পর্যন্ড় (০১-০২-২০১১ খ্রি) নিরাপত্তা জামানত সমন্বয়ের পরও সর্বমোট ১৬,১৪,৩৬৪ টাকা পাওনা আদায় নিশ্চিত না হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স হেলসিয়ান ক্যাটারিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না করে চুক্তির শর্তাবলী পরিবর্তনের অনুরোধ করে যা চুক্তিপত্রের শর্ত বরখেলাপের সামিল। যথাসময়ে চুক্তি স্বাক্ষর না করায় তাদের আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত এবং পুনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ড় হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে বাজেয়াপ্তকৃত আর্নেষ্ট মানি সমন্বয় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈধতা থাকে না। আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্তের পূর্ব পর্যন্ড় উক্ত প্রতিষ্ঠান চুক্তিপত্রের শর্তাবলী পরিবর্তনের বিষয়ে অনড় অবস্থানে থাকে যা সিডিউলের শর্তের পরিপন্থী। আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে কিন্ড়ু বাস্ড়বে চুক্তির অধিকাংশ শর্ত ভংগ করে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধন করে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে

০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং ২য় দফায় সর্বোচ্চ দরদাতা হওয়ায় এতদ সংক্রান্ড় মূল্যায়ন কমিটির নিকট তা বিবেচিত হয় এবং বাপক এর পরিচালনা পর্ষদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন প্রদান করে।মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর না করে চুক্তির শর্তাবলী পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানায় যাহা চুক্তিপত্রের শর্তাবলী বরখেলাপের শামিল। কয়েক দফা চুক্তি সম্পাদনের জন্য আহবান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে চুক্তি সম্পাদন না করায় আর্নেষ্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পূনরায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ড় নেয় হয়।হেলসিয়ন ক্যাটারিং চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বাপক কতৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানায়।ফলে বাপক এর পরিচালনা পর্ষদ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং পূর্বের জমাকৃত আর্নেষ্ট মানি সমন্বয়ের সিদ্ধান্ড় গৃহীত হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির অর্থ আদায়সহ বর্ণিত অনিয়ম ও চুক্তি শর্তানুযায়ী অর্থ আদায়ের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- মামলার অগ্রগতি জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৭।

শিরোনাম ঃ যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থার অভাবে ইজারা চুক্তি বাতিল হলেও পাওনা অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি ১১,৬০,৩৬৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বিশেষ নিরীক্ষা ১৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ হতে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে করা হয়। নিরীক্ষাকালে ইজারা নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ইজারা চুক্তি পত্রের ৩ নং শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহীতার নিকট সংস্থার প্রাপ্য অর্থ বকেয়ার সুযোগ নেই। কারণ চুক্তি পত্রের ৩(বি) শর্তানুযায়ী ১ম বছরের প্রাপ্য অর্থ চুক্তি স্বাক্ষরের পুর্বেই অগ্রিম পরিশোধ এবং ৩(সি) শর্তানুযায়ী পরবর্তী বার্ষিক প্রিমিয়াম বছর শুর"র ২ মাস পূর্বেই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য এবং অন্যান্য শর্তানুযায়ী যথাসময়ে ভ্যাট, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল, ফি, বেতন ভাতা ইত্যাদি সময়মত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে।তাছাড়া চুক্তি পত্রের ১৮নং শর্তানুযায়ী পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উলি-খিত বিষয় সমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের সুযোগ থাকলেও তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি;
- কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পর্যটন কুয়াকাটা ইউনিটটি বার্ষিক প্রিমিয়াম ১৫,৭৫,০০০ টাকা এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৭,৮৯,০০০ টাকা জমায় ২৪-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স শিমর" ইমপোর্ট এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি বাতিল করে ইউনিটটি ৩১-০৭-০৯ খ্রিঃ তারিখে সংস্থার অনুকূলে বুঝে নেয়া হলেও নিরাপত্তা জামাতের অর্থ সমন্বয়ের পরও ৩,৮৯,১১১.৮৩ টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- পর্যটন হোটেল মধুমতি, টুঙ্গীপাড়া বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা প্রিমিয়ামে এবং ৫০,০০০ টাকা জামানতে ২২-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স এনএসপি ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেল্স এর সাথে ইজারা চুক্তি হয় এবং ইজারা চুক্তি বাতিল করে ০১-১২-১০ খ্রিঃ তারিখে বুঝে নেয়া হলেও নিরাপত্তা জামানত অতিরিক্ত ৫,২৯,৮৭১ টাকা আদায় নিশ্চিত হয়নি;
- পর্যটন কমপে- ক্স, সাগরদাঁড়ি বার্ষিক ৪০,০০০ টাকা প্রিমিয়ামে এবং ২০,০০০ টাকা নিরাপত্তা জামাতে ২২-০৭-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মেসার্স এনএসপি ট্যুরস্ এন্ড ট্রাভেল্স এর সাথে ইজারা চুক্তি এবং ০১-১২-১০ খ্রিঃ তারিখে ইজারা চুক্তি বাতিল করা হলেও নিরাপত্তা জামানত অতিরিক্ত ২,৪১,৩৮৪ টাকা আদায় নিশ্চিত করা হয়নি;
- সুতরাং চুক্তি পত্রের শর্তানুযায়ী অর্থ বকেয়ার সুযোগ না থাকলেও বকেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিরাপত্তা জামানতের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে ব্যর্থতায় সংস্থার ক্ষতি হয়েছে (৩,৮৯,১১১.৮৩+৫,২৯,৮৭১+২,৪১,৩৮৪) বা ১১,৬০,৩৬৬.৮৩ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, লীজ গ্রহীতা প্রিমিয়ামসহ অপরাপর অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সমস্ড় ইউনিটগুলো বাপক এর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এনে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।ইউনিটগুলো গ্রহণের প্রাক্কলন নানাবিধ পাওনার কারণে নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় করেও পাওনা থেকে যাচ্ছে যা আদায়ের লক্ষ্যে মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়।

নিরীক্ষার মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব সন্ড়োষজনক নয়। কারণ লীজ চুক্তির শর্তানুযায়ী বার্ষিক লীজ প্রিমিয়াম, ভ্যাট ও ট্যাক্স বছর শুর"র ২ মাস পূর্বে অগ্রিম পরিশোধ করতে ইজারা গ্রহীতা বাধ্য থাকলেও পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেরীতে পরিশোধের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী সব ইউটিলিটি বিল, বিক্রয় ভ্যাট, ট্যাক্স, লাইসেন্স ফি, ইত্যাদি ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়মিত পরিশোধ করছে কিনা তা পর্যটন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে নিবীড় মনিটরিং না করায় পাওনার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।
- পর্যটন কর্তৃপক্ষের দায় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মানিস্যুট মামলা দায়ের করা হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২৭-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়।পরবর্তীতে ০৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়।কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়।জবাবে জানানো হয় যে, বাপক এর লীজ প্রদত্ত বাণিজ্যিক ইউনিট সমূহের নিরাপত্তা জামানত বাপক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হওয়ার পরই এ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়।এ বিষয়ে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্ড়ান্ড়র করা হয়েছে।আপত্তিতে বর্ণিত কুয়াকাটা হোটেল মধুমতি এবং সাগরদাড়ি ইউনিট সমূহের লীজ গ্রহীতা প্রিমিয়াম সহ অন্যান্য অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঐ সমস্ড় ইউনিট সমূহ বাপক

সরাসরি নিয়ন্ত্রনে এনে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে বাপক এর পাওনা আদায়ে সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ইউনিটসমূহ বাপক এর নিয়ন্ত্রনে ফেরৎ নেওয়া হয় এবং নিরাপত্তা জামানত সমন্বয় করার পরও পাওনা অর্থ অবশিষ্ঠ থেকে যায়।ফলে হোটেল মধুমতি ও সাগরদাড়ি ইউনিটের বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য জেলা জর্জ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।মামলার অগ্রগতি পরে জানানো হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পাওনা অর্থ আদায়সহ চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ইজারা গ্রহীতাকে জামানত অতিরিক্ত অর্থ বকেয়া থাকায় সুযোগ প্রদানের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৮।

শিরোনাম ঃ সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

রূপসী বাংলা হোটেল, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালে হিসাব ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৬-০৪-২০১২ খ্রিঃ এবং ১১-০৫-২০১২খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে সার্ভিস চার্জ পরিশোধের ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ড" তে দেখানো হলো)।**
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ সালের সেকশন-৫৩ই অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। অর্থ আইন-২০১০ অনুযায়ী ১-৭-২০১০ তারিখ হতে ৭.৫% হারে এবং অর্থ আইন, ২০১১ অনুযায়ী ১-৭-২০১১ তারিখ হতে সার্ভিস চার্জের উপর ১০% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য।
- ৯ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪নং সাব কমিটির ৩২তম বৈঠকের সিদ্ধান্ড় বলা হয়েছে এখন থেকে নিয়মিতভাবে সার্ভিস চার্জের উপর প্রযোজ্য হারে কর আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- (ক) রূপসী বাংলা হোটেল ক্রেতার নিকট হতে ১২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে সমহারে বিএসএল ও হোটেলের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের পরিশোধ করা হলেও উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের ১,১৮,৪২,৮৭২ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ড-১" তে দেখানো হলো)।
- (খ) প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ক্রেতার নিকট হতে ১২.৫% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করে সমহারে বিএসএল ও হোটেলের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের পরিশোধ করা হলেও উৎসে কর কর্তন না সরকারের ৫১,৯৫,০৬২ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ফলে রাজস্ব বাবদ সরকারের ক্ষতি (১,১৮,৪২,৮৭২ + ৫১,৯৫,০৬২) বা ১,৭০,৩৭,৯৩৪ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, (ক) ১৯৮৪ সালের আয়কর আইনে ধারা (২) এর উপধারা (৫৮) এর ৩নং প্রভাইসো অনুযায়ী বেতনের অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি যা Perquisite নামে পরিচিত এবং বেতন খাতে আয় এর অন্ড়র্ভূক্ত। সে অনুযায়ী আয়কর রিটার্ণ জমা দেয়ার সময় সার্ভিস চার্জ Taxable আয় হিসাবে দেখিয়ে উৎসে কর কর্তন করে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। (খ) সার্ভিস চার্জ হোটেল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেলারী বেনিফিটের অংশ বিধায় এর উপর আলাদা কর আরোপের সুযোগ নেই।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব সন্ড়োষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা পিএ কমিটির সিদ্ধান্ড় ও আয়কর অধ্যাদেশের ধারা অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ২১-০৫-২০১২ খ্রিঃ এবং ২৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০২-০৭-২০১২ খ্রিঃ এবং ০৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় করা আবশ্যক।
- ঋবিষ্যতে সার্ভিস চার্জ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে উৎসে আয়কর কর্তন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৯।

শিরোনাম ঃ চাহিদাকৃত স্পেশিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারী মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষনা করে ২য় বা পুনঃ টেন্ডার করে একই সরবরাহকারী থেকে একই স্পেশিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করায় ক্ষতি ৩৫,০৫,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (HIL), ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ থেকে ০৩-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষা কালে গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ড় নথিপত্র থেকে পরিলক্ষিত হয় যে,

- চাহিদাকৃত স্পেশিফিকেশন মোতাবেক গাড়ী সরবরাহকারী মেসার্স র‍্যাংগস মোটর কর্তৃক অফার প্রদান করা হলেও নন রেসপনসিভ ঘোষনা করে ২য় বার পুনঃ টেন্ডার করে একই সরবরাহকারী থেকে একই স্পেশিফিকেশনের গাড়ী বেশী মূল্যে ক্রয় করাতে আর্থিক ক্ষতি ৩৫,০৫,০০০ টাকা।
- চারটি গাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রথম টেন্ডার করা হয় ৩১/১০/২০১০ খ্রি: তারিখে। পারচেজ ম্যানুয়ালের শর্ত অনুযায়ী একটি দরপত্র পড়ায় তা বাতিল করা হয়।
- চারটি গাড়ী ক্রয়ের জন্য ২২/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে দুটি পত্রিকাতে পুনঃ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। দুটি অফার মেসার্স র‍্যাংগস মটর ও মেসার্স এজি মটরস থেকে পাওয়া যায়। মেসার্স এজি মটর কর্তৃক চাহিদানুযায়ী অফার দাখিল না করাতে নন রেসপনসিভ করা হয়।
- টেকনিক্যালস ইভালুয়েশন থেকে দেখা য়ায় মোট ২৩ দফা স্পেশিফিকেশনের মধ্যে ১৯ দফার শর্ত ঠিক আছে দেখানো হয়েছে। দফা নং ৮ এ চাহিদাতে Seat Capacity ৫টি আছে অফারেও ৫টি আছে। মন্ড়ব্যে (Leather Seat & Adjustable with head rest) ঠিকাদার কর্তৃক উলে-খ্য না করাতে বাদ দেয়া হয়েছে । তবে Aceessories এর মধ্যে (V) head rest 4 Main Seat উলে-খ্য ছিল। কিন্তু ২য় পুন: টেন্ডারের অফারে মেসার্স র‍্যাংগস কর্তৃক একই কথা বলা থাকলেও ঐ ক্ষেত্রে responsive করা হয়েছে।
- দফা নং-৯ তে চাহিদা ছিল রং হবে High Gloss Black অফারে Black Mica বলাতে Non Responsive করা হয়েছে। কিন্তু ২৯ Re-Tender-এ রং এর অফারে শুধু Black লেখা থাকলেও Responsive করা হয়েছে।
- উপরে বর্ণিত তথ্যাদি থেকে প্রমানিত হয় Re-Tender এ র‍্যাংগস লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত অফার সঠিক ছিল; কারণ একই অফার ২য় Re টেন্ডার Responsive করা হয়েছে। ১ম Re টেন্ডারে দাখিলকৃত দর ছিল ৫৩,৯৯,০০০/- টাকা । ২য় পুনঃ টেন্ডার করে একই ঠিকাদার মেসার্স র‍্যাংগস থেকে একই স্পেশিকিশনের গাড়ী প্রতিটি ৬১,০০,০০০.০০ টাকা মূল্যে ৫ টি গাড়ী ক্রয় করাতে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে(৬১,০০,০০০-৫৩,৯৯,০০০) x ৫ = ৩৫,০৫,০০০.০০ টাকা।
- মেসার্স র‍্যাংগস লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত স্পেশিফিকেশন চাহিদানুযায়ী থাকা সত্ত্বেও ১ম পুনঃ টেন্ডার তাকে Non Responsive ঘোষনা করে একই Specification এর গাড়ী ২য় পুনঃ টেন্ডারে বেশী দামে ক্রয় করে আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, দরদাতা কর্তৃক ৮ নং দফাতে সিট শুধু ৫ লিখেছে কিন্ড় Accessories এর মাধ্যে Adjustable with head rest লেখেন। ফলে ১ম পুনঃ দরপত্রের দরকে Non Responsivc করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- যে কারণে ১ম পুনঃ টেন্ডার Rangs Ltd এর টেন্ডার বাতিল করা হয়েছে তা সঠিক নয় কারণ; ১ম পুনঃ টেন্ডার আহবান করা হয় ২২/১১/১০ তে Open করা হয় ০৬/১২/১০ তে এই অফারের সাথে যে Accessories এর তালিকা দেয়া হয়েছে উহা Rangs Ltd এর পক্ষে স্বাক্ষর করা হয়েছে ২৬/১১/১০ তারিখে অথাৎ এই অফার ১ম পুনঃ দরপত্রের উহাতে চাহিদাকৃত Specification রয়েছে।
- ২য় পুনঃ দরপত্র আহবান ০২/০২/১১ এবং খোলা হয় ১০/০২/১১ এর সাথের অফারের স্বাক্ষর ০৭/০২/১১ তারিখের ইহার মধ্যে শুধু লেদার সিট বলা আছে Head rest With Minimum 4 main Seat উলে-খ্য নেই কাজেই জবাব তথ্যভিত্তিক নয়। ফলশ্র“তিতে প্রমানিত হয় পুরো ক্রয় প্রক্রিয়াতেই স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-২০।

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ-ব্যবস্থাপক (অর্থ) কে বেতন ভাতা বাবদ ১০,০৮,০০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (HIL), ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ থেকে ০৩-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় নিরীক্ষাকালে টি এম রেজাউল করিম এর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে,

- অনিয়মিতভাবে পদবী পরিবর্তন করে দপ্তরাদেশ শর্ত উপেক্ষা করে জনাব টি এম রেজাউল করিম উপ ব্যবস্থাপক অর্থ কে প্রাপ্যতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদান ১০,০৮,০০০ টাকা।
- জনাব করিম কে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৭০-২০-ইবি-২৫-৭৪৫ টাকা বেতন স্কেলে Accounts Assistant Cum Cashier পদে নিয়োগ দেয়া হয় ২১-১০-১৯৮১ তারিখে।
- অফিস আদেশ নং হিল/সচিবালয় ০১ (১৯)/৭৮-৯৭ তাং১৫-০৪-৯৭ এর মাধ্যমে তাঁর পদ পরিবর্তন করে সহকারী ম্যানেজার (অর্থ) করা হয় তবে শর্ত দেয় হয় বেতন স্কেল এবং আর্থিক সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- অফিস আদেশ নং হিল/সচিবালয় ০১ (১৯)/৭৮-২০০৩/৭৭০ তারিখ ১৪-১২-০৩ এর মাধ্যমে তাঁর পদের নাম পরিবর্তন করে উপ-ব্যবস্থাপক অর্থ করা হয় তবে শর্ত থাকে যে পদবী পরিবর্তনের সাথে তার বর্তমান বেতন স্কেল এবং আর্থিক সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পদবী পরিবর্তন করার সাথে বেতন স্কেল' ৯৯ বেতন স্কেল' ২০০৫ এবং বেতন স্কেল' ২০১০ অনুসারে উপ-ব্যবস্থাপক, অর্থ এর বেতন স্কেল প্রদান করে Pay Fixation করা হয়েছে, অর্থ্যাৎ দপ্তরদেশের শর্ত লংঘন করে উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাপ্য বেতন স্কেলের থেকে উচ্চতর বেতন স্কেলে বেতন নির্ধারণ করে শুধু ২০১০ ও ২০১১ সালে অতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদানে টাকা ১০,০৮,০০০ ক্ষতি । প্রাপ্যতিরিক্ত বেতন ভাতা প্রদান করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, পদবী পরিবর্তনের সাথে বেতন স্কেলের পরিবর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- পদবী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বোর্ড এর অনুমোদন নেই।
- Accounts Assistant Cum Cashier পদে জনাব টি এম রেজাউল করিমকে নিয়োগ দেয়ার পর তার কোন পদোন্নতি দেয়া হয়নি, কাজেই Deputy Manager (FIN) পদের বেতন স্কেল তাকে দেয়া সঠিক হয়নি বিধায় জবাব সন্ড়োষজনক নয়।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ০২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Accounts Assistant Cum Cashier পদের বেতন পুনঃনির্ধারণ করে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ আদায় করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক পদবী পরিবর্তন নিয়মিত করা আবশ্যক অথবা TO & E মোতাবেক যথাযথ পদ ও স্কেলে পদায়নপূর্বক পদবী ও স্কেল সংশোধন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২১।

শিরোনাম ঃ সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষাকালে বেতন ভাতাদির ভাউচার ও সংশি- ষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক চেইন ম্যানেজমেন্ট হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ।
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস্ কর্পোরেশন এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ০১-০১-১৯৭৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৯৮৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় হোটেলের অপারেটর হিসেবে ইন্টারকন্টিনেশন হোটেলস কর্পোরেশনকে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ ও শেরাটন ওভারসিস ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশন এর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ১৯৮৪ সাল হতে ৩০-৪-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় হোটেলের অপারেটর হিসেবে শেরাটন ম্যানেজমেন্ট ওভারসিস কর্পোরেশনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ম্যানেজমেন্ট চুক্তির ২.২.২ ও ২.৬.১ ধারা অনুযায়ী হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি,বেতন ভাতাদি, বোনাস ইত্যাদি আর্থিক বিষয়ে অপারেটর কর্তৃক নির্ধারণ করার শর্ত রয়েছে।
- উক্ত শর্তানুযায়ী হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহিত এক্সকম মেম্বার ও শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহিত আলোচনাক্রমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সময়ে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১১ সালের হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত বেতন কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' তে দেয়া হলো।
- বিএসএল এর ১২তম পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছর হতে কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের উপর আয়কর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় হবে। অথচ হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাদের নিয়োগ ১৯৯৭ সালের পূর্বে তাদের বেতনের উপর আয়কর হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং ১৯৯৭ সালের পরে নিয়োগ প্রাপ্তদের আয়কর নিজেরাই পরিশাধ করে থাকেন। তাছাড়াও বিএসএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করেন বিএসএল কর্তৃপক্ষ এবং হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করেন হোটেল অপারেটর। বিএসএল এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরী নিয়োগ বিধি ও পদোন্নতি পলিসি থাকলেও হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অনুরূপ কোন চাকুরী নিয়োগ বিধি ও পদোন্নতি পলিসি নেই। এতে বিএসএল ও হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণিত হয়।
- বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য কোন বেতন কাঠামো নির্ধারণ না করে হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বেতন কাঠামোতে বেতন ভাতাদি অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে।
- হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন কাঠামো উক্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ এর ৯৯.৭১৮% মালিকানা সরকারের হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কোন স্থায়ী বেতন কাঠামো অনুমোদন না করে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কর্পোরেশনের অধীন কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন কাঠামোতে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, একই কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আপত্তিকৃত দুধরনের বেতন কাঠামোর অস্ড়িত্ব আর কোথায়ও নেই এবং তা প্রবর্তন করণ যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব সন্ড়োষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা হোটেলের অপারেটর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রদত্ত বেতন কাঠামো সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী অর্থাৎ বিএসএল এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। তাছাড়া সময় সময় প্রবর্তিত বেতন কাঠামো বিএসএল এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা

হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হয়। ২০-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ ১৪-০৭-১৯৭৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভায় হোটেলের জন্য প্রযোজ্য বেতন কাঠামো বিএসএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহন করায় বিএসএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ও হোটেলের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একই বেতন কাঠামোর আওতায় বেতন ভাতা প্রদান কওে আসছে। বিএসএল সম্পুর্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেও চাকরী স্থায়ী এবং অনুমোদিত নিয়োগ বিধি রয়েছে। কিন্তু হোটেল ম্যানেজমেন্টের কের্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতি ও বেতন ভাতাদি হাটেল ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে। কাজেই হোটেল ম্যানেজমেন্টের কের্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি বিএসএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের বিধিগত সুযোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিএসএল এর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য জন্য বেতন কাঠামো সরকারী বিধি মোতাবেক সংশোধন করতঃ অতিরিক্ত গৃহিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২২।

শিরোনাম ঃ স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,০৫,২৮৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষাকালে অফিস ভবন ভাড়া সংক্রান্ড় নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,০৫,২৮৫ টাকা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ৯-০১-১১ খ্রিঃ তারিখের এসআরও নং-০৯-আইন/২০১১/৫৮৩ মূসক অনুযায়ী স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাসিক ভাড়ার উপর ৯% হারে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ চালানের কপি ভাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করবেন।
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ্যানেক্স বিল্ডিং এর ৭৫,৪৯০ বঃফুট জায়গা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান করা হলেও ভাড়াটিয়াগণ কর্তৃক উলে-খিত হারে ভ্যাট সরকারী কোষাগারে জমার সমর্থনে চালানের কপি বিএসএলকে প্রদান না করায় সরকারের ২৬,০৫,২৮৫.০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, কোম্পানী ভাড়াটিয়াদের নিকট ভাড়া এবং তার উপর প্রযোজ্য হারে ভ্যাট প্রদানের জন্য চিঠি মারফত তাগাদা দিয়ে থাকে। কোম্পানীর তরফ থেকে উক্ত টাকা আদায়ের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- জবাব সন্ড়োষজনক বিবেচিত হয়নি। কেননা ভাড়াটিয়াগণ কর্তৃক সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাট জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- উলি-খিত অনিয়মের বিষয় উলে-খপূর্বক ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত টাকা হালনাগাদ আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক নিয়মিত ভ্যাট কর্তন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২৩।

শিরোনাম ঃ বিএসএল আবাসিক কমপ্লেক্স এর ন্যূনতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ক্ষতি ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ, শাহবাগ, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ২৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ড় সময়ে বাসা বরাদ্দ নথি ও বেতন বিল সমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিএসএল আবাসিক কমপে- ক্স এর ন্যূনতম ফ্ল্যাট ভাড়া নির্ধারণ না করায় ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা ক্ষতি। **(বিস্ড়ারিত পরিশিষ্ট "ণ" তে দেখানো হলো)।**
- মিরপুরস্থ আবাসিক কমপে- ক্স (ন্যামফ্লাট) এর প্রতিটি ফ্ল্যাট১৫১৮ বঃফুট বিশিষ্ট। উক্ত বাসাগুলি সরকারী কর্মকর্তাগণ গ্রেড অনুযায়ী তৃতীয় গ্রেডের কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব) গণ প্রাপ্য। সরকারী আবাসন পরিদপ্তরের স্মারক নং-সাআপ/প্রশাঃ-৬৮/২০০৬/৭৩২ তারিখ ২৭-০৭-০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী তৃতীয় স্ড়রের জাতীয় বেতন স্কেলভূক্ত যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাগণ ১৫০০ বঃফুটের বাসা প্রাপ্য।
- জাতীয় বেতন স্কেল'০৯ অনুযায়ী ১(এক) জন যুগ্ম সচিবের ন্যূনতম বেতন ২৯০০০ টাকা। উক্ত কর্মকর্তার ঢাকা সিটিতে বাসা ভাড়া মূল বেতনের ৫০% হিসেবে উক্ত ফ্ল্যাটগুলির সর্বনিম্ন মাসিক ভাড়া (২৯০০০ ঃ ৫০%) বা ১৪,৫০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (বিএসএল এর পরিচালনা পর্ষদ) প্রতি বাসার ভাড়া ৫০০০ টাকা। পরবর্তীতে ১০% বৃদ্ধিতে ৫,৫০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ২০১১ সালে বিএসএল ১০৮টি ফ্ল্যাট থেকে ১,১৬,৬৪,০০০ টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- বিএসএল কর্তৃপক্ষ ১৫১৮ বঃফুঃ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের যথাযথ ভাড়া নির্ধারণ না করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- উলে- খ্য যে,পার্শ্ববর্তী গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যাম ফ্ল্যাট এর অন্যান্য ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তাগণকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করা হয় না। অধিকন্তু মূল বেতনের৭.৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষনিক জবাবে জানানো হয় যে, মিরপুরস্থ আবাসিক কমপে- ক্সের যে ইজারা চুক্তি আছে সেখানে বিধৃত আছে যে, উক্ত আবাসিক এলাকায় কেবলমাত্র বিএসএল এবং হোটেলের কর্মকর্তাও কর্মচারীগণ বসবাস করবেন। বিবেচনাযোগ্য যে, বেতনের সাথে সংশি- ষ্ট বাড়ী ভাড়া কর্তন করা হলে এক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়ে কম হারে বাড়ী ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় হত।

নিরীক্ষা মন্ড়ব্য ঃ

- শেরাটন হোটেল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতীয় বেতন স্কেলভুক্ত নয়। তাঁরা ব্যবস্থাপনা কোম্পানীর নিজস্ব বেতন স্কেলের আওতায় যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি পেয়ে থাকে। তাই তাদের সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় বাড়ী ভাড়া ভাতার পরিবর্তে আবাসিক সুবিধার প্রাপ্যতা নাই। তা সত্ত্বেও যদি বিএসএল তাদের আবাসিক সুবিধা প্রদান করতে চায় তা অবশ্যই প্রচলিত বিধি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।
- উলি- খিত অনিয়মের বিষয় উলে- খপূর্বক ৩১-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারী পত্র জারি করা হলেও ২০-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় আন্তর্জাতিক হোটেল অপারেটর কর্তৃক হোটেল ও বিএসএল এর কর্মকর্তাও কর্মচারীদের বেদন ভাতাদি নির্ধারণ এবং সর্বশেষ ২০০৭ সালের হার অনুযায়ী কর্মচারীরা বাড়ীভাড়া বাবদ সর্বনিম্ন ১৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্ছ ৫০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে নির্ধারিত ৬০৫০ টাকা হারে বাড়ীভাড়া বাবদ আদায়ের কারণে বিএসএল এর জন্য অধিক লাভজনক। বর্ণিত ফ্ল্যাটগুলো সরকারী বাসা বরাদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী গ্রেড-৩ পর্যায়ের কর্মকর্তগণ (যুগ্ম সচিব) প্রাপ্য এবং উক্ত গ্রেডের কর্মকর্তাদের সর্বনিম্ন বাড়িভাড়া ভাতা ১৪৫০০ টাকা

বিল্ড স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বরাদ্ধ প্রাপ্যদের নিকট হইতে মাসিক ৬০৫০ টাকা হাওে কর্তন করায় অর্থাৎ কম হারে কর্তন করায় জবাব গ্রহনযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সরকারী বাসা প্রাপ্যতার আলোকে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।
- সরকারি/প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে বাসা ভাড়া নির্ধারণ করা আবশ্যক।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

দ্বিতীয় খন্ড

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

(পরিশিষ্টসমূহ)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
(মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	পরিশিষ্টের নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১	ক	১
২	২	খ	২
৩	৩	গ	৩
৪	৫	ঘ	৪-৫
৫	৬	ঙ	৬
৬	৭	চ	৭
৭	৯	ছ	৮
৮	১০	জ	৯-১০
৯	১২	ঝ	১১
১০	১৩	ঞ	১২
১১	১৪	ট	১৩
১২	২০	ঠ	১৪-১৫
১৩	২১	ড, ড-১	১৬-১৭
১৪	২২	ঢ	১৮
১৫	২৭	ণ	১৯
	মহাপরিচালকের বক্তব্য		২০

পরিশিষ্ট-ক-১, ক-২
অনুচ্ছেদ ঃ ০১

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা।

অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১

মেসার্স গ্যালিলিও, মেসার্স এ্যামাডিউস এবং মেসাস এ্যাবাকাস কে পরিশোধিত ফি এর উপর প্রযোজ্য আয়কর ও ভ্যাট এর পরিমান এবং ট্রাভেল এজেন্সি ও উড়োজাহাজ লীজ দাতার ভ্যাট বিবরনী

প্রতিষ্ঠানের নাম		মোট পরিশোধিত মাঃ ডলার	ভ্যাট (১৫% হারে)	আয়কর (৫% হারে)	মোট
মেসার্স Galileo		৯২৯৮৯০৭	১৩৯৪৮৩৬.০৫	৪৬৪৯৪৫.৩৫	১৮৫৯৭৮১.৪০
মেসার্স Amadeus		১০৩৭৪৪৫৮.৪৬	১৫৫৬১৬৮.৭৭	৫১৮৭২২.৯২	২০৭৪৮৯১.৬৯
মেসার্স Abacus		২৪২২৪১৬.৫৩	৩৬৩৩৬২.৪৮	১২১১২০.৮৩	৪৮৪৪৮৩.৩১
					৪৪১৯১৫৬.৪০
মোট আয়কর ও ভ্যাট প্রতি মার্কিন ডলার ৭৫ টাকা হিসাবে					৩৩১৪৩৬৭২৯.৯
বিভিন্ন এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন (২০০৯-১০ সালে)			১,৪৮৬,১২৩,৭৯৪.৯৫	১৫% ভ্যাট	২২২৯১৮৫৬৯.২
বিভিন্ন এজেন্টকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ (২০০৯-১০ সালে)			১১,০৫২,৬২৫.০০	১৫% ভ্যাট	১৬৫৭৮৯৩.৭৫
উড়োজাহাজ লীজ দাতাকে প্রদত্ত টাকা			৩,৪১৩,৭৯৩,৫১৫.৭৬	১৫% ভ্যাট	৫১২০৬৯০২৭.৪
				মোট ভ্যাট ও আয়কর	১০৬,৮০,৮২,২২০

পরিশিষ্ট-খ

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা।

অর্থ বছরঃ ২০১০-২০১১

মেসার্স গ্যালিলিও কে জিডিএস সফটওয়ার ব্যবহারজনিত অর্থ পরিশোধের বিবরণী

	MONTH	USD
PAYMENT MADE TO GALILEO/TRAVEL PORT FOR JULY 2009 TO JUN 2010	JULY 2009	276461
	AUGUST 2009	301431
	SEPTEMBER 2009	238342
	OCTOBER 2009	395949
	NOVEMBER 2009	276940
	DECEMBER 2009	432425
	JANUARY 2010	532044
	FEBRUARY 2010	448721
	MARCH 2010	549076
	APRIL 2010	361231
	MAY 2010	422056
	JUNE 2010	404184
PAYMENT MADE TO GALILEO/TRAVEL PORT FOR JULY 2010 TO JUN 2011	JULY 2010	414542
	AUGUST 2010	380819
	SEPTEMBER 2010	376662
	OCTOBER 2010	550243
	NOVEMBER 2010	435030
	DECEMBER 2010	529245
	JANUARY 2011	336997
	FEBRUARY 2011	269194
	MARCH 2011	318382
	APRIL 2011	313210
	MAY 2011	361748
	JUNE 2011	373975
		9298907

প্রতি মা: ডলার ৭৫ টাকা মোট টাকার পরিমাণ(৯২,৯৮,৯০৭ x ৭৫) = ৬৯,৭৪,১৮,০২৫ টাকা

পরিশিষ্ট-গ

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা।

অর্থ বছর: ২০১০-২০১১

মেসার্স এব্যাকাসের সাথে exclusive চুক্তি না থাকায় লভ্যাংশ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার বিবরণী

	MONTH	USD
PAYMENT MADE TO GALILEO/TRAVEL PORT FOR JULY 2009 TO JUN 2010	JULY 2009	276461
	AUGUST 2009	301431
	SEPTEMBER 2009	238342
	OCTOBER 2009	395949
	NOVEMBER 2009	276940
	DECEMBER 2009	432425
	JANUARY 2010	532044
	FEBRUARY 2010	448721
	MARCH 2010	549076
	APRIL 2010	361231
	MAY 2010	422056
	JUNE 2010	404184
PAYMENT MADE TO GALILEO/TRAVEL PORT FOR JULY 2010 TO JUN 2011	JULY 2010	414542
	AUGUST 2010	380819
	SEPTEMBER 2010	376662
	OCTOBER 2010	550243
	NOVEMBER 2010	435030
	DECEMBER 2010	529245
	JANUARY 2011	336997
	FEBRUARY 2011	269194
	MARCH 2011	318382
	APRIL 2011	313210
	MAY 2011	361748
	JUNE 2011	373975
		9298907

৯২,৯৮,৯০৭ মা: ডলার এর ৫১% = ৪৭,৪২,৪৪২.৫৭ মা: ডলার

প্রতি মা: ডলার ৭২ টাকা মোট টাকার পরিমাণ(৪৭,৪২,৪৪২.৫৭ x ৭২) = ৩৪,১৪,৫৫,৮৬৫ টাকা

পরিশিষ্ট-ঘ

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

বিজ্ঞাপন এবং জেলা কোটা অনুসরন না করে অনিয়মিতভাবে জেলা ভিত্তিক জনবল নিয়োগের বিবরণী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	নিয়োগকৃত সংখ্যা	জেলার কোটা সংখ্যা	মন্তব্য
১	কুমিল-া	৭		
২	মানিকগঞ্জ	৮		
৩	রাজশাহী	৫		
৪	নোয়াখালী	৮		
৫	সিরাজগঞ্জ	৪		
৬	বরিশাল	১১		
৭	জামালপুর	১০		
৮	ফরিদপুর	৬		
৯	কুড়িগ্রাম	৪		
১০	ঢাকা	২৫		
১১	নরসিংদি	৫		
১২	পাবনা	৭		
১৩	ফেনী	২		• রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং নারায়নগঞ্জ এই ০৯ জেলা থেকে কোন লোক নিয়োগ দেয়া হয়নি।
১৪	চাঁদপুর	৪		
১৫	গাজীপুর	৫		
১৬	পিরোজপুর	৩		
১৭	ভোলা	৫		
১৮	সিলেট	২		• ০৬ জনের জেলার নাম রেজিষ্টারে উলে- খ নেই।
১৯	লক্ষীপুর	৫		
২০	বগুড়া	৫		• জেলা কোটাতে কোন জেলায় কতজনের কোটা ছিল এ বিষয়ে অডিটের চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও তথ্য প্রমানক বিমান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া হয়নি।
২১	মুন্সিগঞ্জ	৩		
২২	নওগাঁ	২		
২৩	পঞ্চগড়	৫		
২৪	রংপুর	২		
২৫	যশোর	২		
২৬	কক্সবাজার	৪		
২৭	মাগুরা	৮		
২৮	শেরপুর	৫		
২৯	টাঙ্গাইল	১১		
৩০	খুলনা	৪		
৩১	দিনাজপুর	৪		

৩২	গাইবান্ধা	৬		
৩৩	নাটোর	৩		
৩৪	জয়পুর হাট	২		
৩৫	ঠাকুরগাঁও	২		
৩৬	ময়মনসিংহ	৫		
৩৭	চট্টগ্রাম	৫		
৩৮	কুষ্টিয়া	৩		
৩৯	গোপালগঞ্জ	৪		
৪০	বি-বাড়ীয়া	৪		
৪১	মাদারীপুর	২		
৪২	নড়াইল	৩		
৪৩	ঝিনাইদহ	২		
৪৪	বরগুনা	২		
৪৫	কিশোরগঞ্জ	৩		
৪৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬		
৪৭	রাজবাড়ী	২		
৪৮	মেহেরপুর	১		
৪৯	চুয়াডাঙ্গা	২		
৫০	বাগের হাট	২		
৫১	নিলফামারী	১		
৫২	শরীয়তপুর	২		
৫৩	খাগড়াছড়ি	১		
৫৪	পটুয়াখালী	৩		
৫৫	ঝালকাঠি	১		
	মোট	২৪৮		

পরিশিষ্ট-ঙ
অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ
অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর কার্গো শাখা কতৃক কার্গোতে পরিবহন ভাড়ার ডলারের হার কম হারে টাকা গ্রহন করাতে ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্র: নং	মাস	কার্গোতে USD তে আয়	এক্সচেঞ্জ রেট	গৃহীত টাকা	উক্ত সময়ে অনুমিত বিনিময় হার	অনুমিত রেট হিসেবে প্রাপ্য টাকা	বিনিময় হার কমানোর জন্য টাকা কম প্রাপ্তি
১	জুন'১১	২৩,৬৯,৯৬৯.৪০	৭২	১৭,০৬,৩৭,৭৯৬.২৪	৭৩.২	১৭,৩৪,৮১,৭৬০.০৮	২৮,৪৩,৯৬৩.৮৪
২	মে'১১	২৫,২২,৬৪৪.৫০	৭০	১৭,৬৫,৮৫,১১৫.১৩	৭৩.২	১৮,৪৬,৫৭,৫৭৭.০০	৮০,৭২,৪৬১.৮৭
৩	এপ্রিল'১১	২৫,১৫,০৮৩.১৯	৭০	১৭,৬০,৫৫,৮২৩.১১	৭৩.২	১৮,৪১,০৪,০৮৯.৫০	৮০,৪৮,২৬৬.৪০
৪	মার্চ'১১	২৩,৮৬,৭৪৪.৬৪	৭০	১৬,৭০,৭২,১২৪.৮০	৭১.৪	১৭,০৪,১৩,৭৬৭.৩০	৩৩,৪১,৬২৪.৫০
৫	ফেব্রু'১১	২৩,৫৬,৬৮৭.১০	৬৯.৪	১৬,৩৫,৫৪,০৮৪.৭৩	৭১.৪	১৬,৮২,৬৭,৪৫৮.৯৪	৪৭,১৩,৩৭৪.২১
৬	জানু'১১	৩৪,০৩,২৪৫.০৭	৬৯.৪	২৩,৬১,৮৫,২০৭.৬৬	৭১.৪	২৪,২৯,৯১,৬৯৮.০০	৬৮,০৬,৪৯০.৩৪
৭	ডিসে'১০	৩৫,১২,৯৩৪.০৯	৬৯.৪	২৪,৩৭,৯৭,৬২৫.৮৪	৭০.৭	২৪,৮৩,৬৪,৪৪০.১৬	৪৫,৬৬,৮১৪.৩২
৮	নভে'১০	৩৭,০১,৩৮১.০৬	৬৯.৪	২৫,৬৮,৭৫,৮৪৫.৭৯	৭০.৭	২৬,১৬,৮৭,৬৪১.০০	৪৮,১১,৭৯৫.২১
৯	অক্টো'১০	৩৬,৩৩,৩৭৮.১৬	৬৯.৪	২৫,২১,৫৬,৪৪৪.৬১	৭০.৭	২৫,৬৮,৭৯,৮৩৫.৯১	৪৭,২৩,৩৯১.৩০
১০	সেপ্টে'১০	৪৫,৫১,৯১২.৭৯	৬৯.৪	৩১,৫৯,০২,৭৪৮.৮৭	৬৯.৬	৩১,৬৮,১৩,১৩০.১৮	৯,১০,৩৮১.৩১
১১	আগষ্ট'১০	৪৭,৯৫,৮৪৪.৩০	৬৯.৪	৩৩,২৮,৩১,৫৯৪.৬১	৬৯.৬	৩৩,৩৭,৯০,৭৬৩.২৮	৯,৫৯,১৬৮.৬৭
১২	জুলাই'১০	৪২,৯৩,২২৬.৬০	৬৯.৪	২৯,৭৯,৪৯,৯২৬.১৩	৬৯.৬	২৯,৮৮,০৮,৫৭১.৩৬	৮,৫৮,৬৪৫.২৩
১৩	জুন'১০	৩৯,০০,৬০৭.৮২	৬৯.৪	২৭,০৭,০২,১৮২.৮৭	৬৯.৬	২৭,১৪,৮২,৩০৪.২৭	৭,৮০,১২১.৪০
১৪	মে'১০	৪১,৫৫,০৬৬.০৭	৬৯.৪	২৮,৮৩,৬১,৫৮৫.৫১	৬৯.৬	২৮,৯১,৯২,৫৯৮.৪৭	৮,৩১,০১২.৯৬
১৫	এপ্রিল'১০	৩৪,৭০,৬৯১.৪৪	৬৯.৪	২৪,০৮,৬৫,৯৮৬.৩৫	৬৯.৬	২৪,১৫,৬০,১২৪.২২	৬,৯৪,১৩৭.৮৭
১৬	মার্চ'১০	২৮,৪৯,৮৫০.৭১	৬৯.৪	১৯,৭৭,৭৯,৬৩৯.৭২	৬৯.৫	১৯,৮০,৬৪,৬২৪.৩৪	২,৮৪,৯৮৬.৬২
১৭	ফেব্রু'১০	২২,৪৫,৬৪০.৪৪	৬৯.৪	১৫,৫৮,৪৭,৪৪৬.৭৫	৬৯.৫	১৫,৬০,৭২,০১০.৫৮	২,২৪,৫৬৩.৮৩
১৮	জানু'১০	২২,৩১,২৫৫.৫৫	৬৯.৪	১৫,৪৮,৪৯,১৩৪.৯৭	৬৯.৫	১৫,৫০,৭২,২৬০.৭৫	২,২৩,১২৫.৭৮
						সর্বমোট	৫,৩৬,৯৪,৩২৫.৬৬

মন্তব্য : জুলাই'০৯ থেকে ডিসে'০৯ সময়ে বিমান অনুমিত রেটছিল ১ ৬৯.৪০ টাকা উক্ত হারেই কার্গোর ভাড়া টাকাতে রূপান্তর করা হয়েছে

পরিশিষ্ট-চ

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইনস কতৃক মেসার্স এয়ারলোজিকা পরামর্শক ফি প্রদানের বিবরনীঃ

প্রতিষ্ঠান	কাজের নাম	ভাঃ নং ও তারিখ	প্রদত্ত USD
মেসার্স এয়ারলোজিক্যাল করর্পোরেশন	পরামর্শক ফি	৮০১/৩১৩ তারিখ ১৩/০২/০৯	৫০০০
		৮০১/৩৮৩ ” ১২/০৩/০৯	২০০০
		৮০১/৪২৪ ” ০৮/০৪/০৯	২০০০
		৮০১/৪৪৪ ” ২৪/০৪/০৯	২০০০
		৮০১/৪৪৫ ” ২০/০৪/০৯	২০০০
		৮০১/৪৯৪ ” ১৮/০৫/০৯	২০০০
		৮০১/৫৩৩ ” ১১/০৫/০৯	২০০০
		৭০১/১০৩ ” ০৪/০৯/০৯	৪০০০
		৭০১/২০৯ ” ২৭/১০/০৯	৬০০০
		৭০১/২৩২ ” ০৫/১১/০৯	২০০০
		৮০১/৭১ ” ২৫/০১/১০	৪০০০
		৮০১/২৬৪ ” ২৫/০৩/১০	৪০০০
		৮০১/২৯৯ ” ২১/০৪/১০	২০০০
		৮০১/৩৫৬ ” ১৬/০৬/১০	৪০০০
		৮০১/৩০ ” ১৭/০৮/১০	৪০০০
		৮০১/৯১ ” ১৩/১০/১০	২০০০
		৮০১/১০৭ ” ০১/১১/১০	৪০০০
		৮০১/১৫০ ” ৩১/১২/১০	২০০০
		৮০১/১৬৫ ” ২৬/০১/১১	২০০০
		৮০১/২০২ ” ১৬/০২/১১	২০০০
		৮০১/২৮৮ ” ০৪/০৫/১১	৪০০০
		৮০১/২৬৮ ” ২৪/০৫/১১	২০০০
			৬৫,০০০

প্রতি মা: ডলার ৭২ টাকা মোট টাকার পরিমাণ(৬৫,০০০ x ৭১) = ৪৬,১৫,০০০ টাকা

পরিশিষ্ট-জ

অনুচ্ছেদ ঃ ০৮

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ, ঢাকা।

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস্ লিঃ কার্যালয়ে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাগনের প্রাপ্যতা ছাড়া চুক্তি সময়ের মধ্যেই বর্ধিত হারেবেতন পরিশোধে ক্ষতির বিবরনী

ক্র: নং	চুক্তি বদ্ধ কর্মকর্তাগনের নাম ও পদবী	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	নিয়োগের মেয়াদ	চুক্তি বদ্ধ কর্মকর্তাগনের সাকুল্য বেতন (মাসিক)	চুক্তির এক বছর পর মাসিক বেতন নির্ধারণ	চুক্তিবদ্ধ (প্রথম) বেতনের অতিরিক্ত পরিশোধ	সময়কাল	মোট অতিরিক্ত পরিশোধিত বেতন
১	উইং কমান্ডার এম,এম,আসাদুজ্জামান (অবঃ),পরিচালক(ইঃ)	৬/৪/২০০৯	তিন বছর	১,২০,০০০	১,৭৫,০০০	৫৫,০০০	১/৪/২০১০-৩০/০৬/২০১১ পর্যন্ড় ১৫মাস	৮,২৫,০০০
২	জনাব,এস,আঃ রশিদ,এ,সি,এস কোম্পানীর সচিব	২৯/০১/২০০৯	ঐ	৮০,০০০	১,২৫,০০০	৪৫,০০০	১/৪/২০১০-৩১/০৮/২০১০ পর্যন্ড় ৫ মাস	২,২৫,০০০
৩	জনাব, মোঃ খায়রুল আলম ডি,জি,এম (অভ্যন্ড্রীন অডিট)	২০/০৫/২০০৯	ঐ	৬০,০০০	৭০,০০০	১০,০০০	১/৪/২০১০-৩০/৬/২০১১ পর্যন্ড় ১৫ মাস	১,৫০,০০০
							মোট	১২,০০,০০০

পরিশিষ্ট-ঝ
অনুচ্ছেদ ঃ ৯

বিমান ফ্লাইট ক্যাটারিং সেন্টার, ঢাকা।
অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী এবং প্রাপ্যহারের চেয়ে বেশী হারে অধিকাল ভাতা প্রদান করার বিবরণী

প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী প্রদানঃ

মাসের নাম	কর্মচারীর সংখ্যা	প্রদত্ত অধিকাল ঘন্টা (দ্বিগুন হারে)	প্রদত্ত অধিকাল ভাতার পরিমাণ	গড়ে ঘন্টা প্রতি অধিকাল ভাতা	প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার পরিমান	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত প্রদত্ত অধিকাল ঘন্টার পরিমাণ	প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অধিকাল ভাতার পরিমান/ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫ (৪/৩)	৬	৭(৩-৬)	৮(৭*৫)
জুলাই.১০	২৫৫	৬০৫৫০ ঘন্টা	২৩৫৯৩৯৯/-	৩৮.৯৭/-	২১৬৭৭*২=৪৩৩৫৪	১৭১৯৬	৬,৭০,১২৮/-
আগষ্ট.১০	২৫১	৬১৯০০ ,,	২৪৮৩০৯৩/-	৪০.১১/-	২২০২৯*২=৪৪০৫৮	১৭৮৪২	৭,১৫,৬৪৩/-
সেপ্টেঃ১০	২৫০	৬৩৯৯৯ ,,	২৫৭৬৩৬৯/-	৪০.২৬/-	২২৮৫৪*২=৪৫৭০৮	১৮২৯১	৭,৩৬,৩৯৬/-
অক্টোঃ১০	২৫৬	৬৪৮১৯ ,,	২৬১১২৮৩/-	৪০.২৯/-	২৩৮৯৭*২=৪৭৭৯৪	১৭০২৫	৬,৮৫,৯৩৭/-
নভেঃ১০	২৫৫	৬৬৩১৬ ,,	২৬৭৭১৫৬/-	৪০.৩৭/-	২৪০৫৩*২=৪৮১০৬	১৮২১০	৭,৩৫,১৩৮/-
ডিসেঃ১০	২৪৯	৫৯৭২৭ ,,	২৪০৮০৯২/-	৪০.৩২/-	২১৮৩৪*২=৪৩৬৬৮	১৬০৫৯	৬,৪৭,৪৯৯/-
জানুঃ১১	২৫৫	৭০৭৫২ ,,	২৫০০৪৯০/-	৩৫.৩৪/-	২৬২৫৯*২=৫২৫১৮	১৮২৩৪	৬,৪৪,৩৯০/-
ফেব্রুঃ১১	২৯৬	৬৩৯৯৯ ,,	৩৪৭৬২৬৪/-	৫৪.৩১/-	২২৯৫৫*২=৪৫৯১০	১৮০৮৯	৯,৮২,৪১৩/-
মার্চ.১১	২৯৭	৬১২৪৯ ,,	৩৩৪৯৪০৮/-	৫৪.৬৮/-	২২৫২০*২=৪৫০৪০	১৬২০৯	৮,৮৬,৩০৮/-
এপ্রিল.১১	২৯৮	৬৭৫৪১ ,,	৩৬৯৫০৭১/-	৫৪.৭১/-	২৪৫৪৮*২=৪৯০৯৬	১৮৪৪৫	১০,০৯,১২৬/-
মে.১১	২৯৮	৫৮৩৬৪ ,,	৩২০৭৮৯২/-	৫৪.৯৬/-	২০৯৪১*২=৪১৮৮২	১৬৪৮২	৯,০৫,৮৫১/-
জুন.১১	২৯৮	৬৯৩৬৯ ,,	৩৭৮২৫৫৪/-	৫৪.৫৩/-	২৫২৩৬*২=৫০৪৭২	১৮৮৯৭	১০,৩০,৪৫৩/-
						সর্বমোট	৯৬,৪৯,২৮২/-

প্রাপ্যহারের চেয়ে বেশী হারে প্রদানঃ

মাসের নাম	কর্মচারীর সংখ্যা	অধিকাল ঘন্টার পরিমান (দ্বিগুন হারে)	গড় মূল বেতন	পরিশোধিত অধিকাল ভাতা (মূল বেতন/জন/১৮০*ঘন্টা)	প্রাপ্য অধিকাল ভাতা (মূল বেতন/জন/২৪০*ঘন্টা)	অতিরিক্ত অধিকাল ভাতা পরিশোধ/ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জুলাই.১০	২৫৫ জন	৬০৫৫০ ঘন্টা	১৭৮৮৫৪৫/-	২৩৫৯৩৯৯/-	১৭৬৯৫৪৯/-	৫৮৯৮৫০
আগষ্ট.১০	২৫১ ”	৬১৯০০ ”	১৮১২৩৭৭/-	২৪৮৩০৯৩/-	১৮৬২৩২০/-	৬২০৭৭৩
সেপ্টেম্বব.১০	২৫০ ”	৬৩৯৯৯ ”	১৮১১৫৩৮/-	২৫৭৬৩৬৯/-	১৯৩২২৭৭/-	৬৪৪০৯২
অক্টোবর.১০	২৫৬ ”	৬৪৮১৯ ”	১৮৫৬৩৬৮/-	২৬১১২৮৩/-	১৯৫৮৪৬২/-	৬৫২৮২১
নভেম্বর.১০	২৫৬ ”	৬৬৩১৬ ”	১৮৬০২৩৫/-	২৬৭৭১৫৬/-	২০০৭৮৬৬/-	৬৬৯২৯০
ডিসেম্বর.১০	২৪৯ ”	৫৯৭২৭ ”	১৮০৭০৬৭/-	২৪০৮০৯২/-	১৮০৬০৬৯/-	৬০২০২৩
জানু.১১	২৫৫ ”	৭০৭৫২ ”	১৬২২১৮০/-	২৫০০৪৯০/-	১৮৭৫৩৬৭/-	৬২৫১২৩
ফেব্রুঃ.১১	২৯৬ ”	৬৩৯৯৯ ”	২৮৯৪০৩৫/-	৩৪৭৬২৬৪/-	২৬০৭১৯৮/-	৮৬৯০৬৬
মার্চ.১১	২৯৭ ”	৬১২৪৯ ”	২৯২৩৪৬৬/-	৩৩৪৯৪০৮/-	২৫১২০৫৬/-	৮৩৭৩৫২
এপ্রিল.১১	২৯৮ ”	৬৭৫৪১ ”	২৯৩৪৫৬৭/-	৩৬৯৫০৭১/-	২৭৭১৩০৩/-	৯২৩৭৬৮
মে.১১	২৯৮ ”	৫৮৩৬৪ ”	২৯৪৮২৪৪/-	৩২০৭৮৯২/-	২৪০৫৯১৯/-	৮০১৯৭৩
জুন.১১	২৯৮ ”	৬৯৩৬৯ ”	২৯২৪৮৮৩/-	৩৭৮২৫৫৪/-	২৮৩৬৯১৬/-	৯৪৫৬৩৮
					সর্বমোট	৮৭,৮১,৭৬৯

প্রকৃত অধিকাল ঘন্টার চেয়ে বেশী প্রদান	৯৬,৪৯,২৮২
প্রাপ্যহারের চেয়ে বেশী হারে প্রদান	৮৭,৮১,৭৬৯
সর্বমোট	**১,৮৪,৩১,০৫১**

পরিশিষ্ট-ঞ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মহাখালী, ঢাকা।

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১

ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী গনের নিকট হতে সরকার ও প্রতিষ্ঠানের পাওনার বিবরনী:

ক্রমিক নং	লীজিং প্রতিষ্ঠানের নাম	লীজ গ্রহীতার নাম	অনাদায়ী টাকার পরিমান	লীজ গ্রহনের তারিখ	লীজ গ্রহীতার নিকট হতে বুঝে নেয়ার তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	প্রিমিয়াম পরিশোধের তারিখ	বাৎসরিক প্রিমিয়াম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	হোটেল নেটিং,টেক নাফ	মেসার্স এন এস পিডিএল	৩৪,০৩,০১২	২১-০৭-০৮	০১-১২-১০	২১-০৮-০৮	প্রতিবছর ০১ জুলাই	১৩,৫০,৯০১ +২.৫% প্রতিবছর বৃদ্ধি
০২	পর্যটন মোটেল বেনাপোল	মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং	১৬,১৪,৩৬৪	২২-১২-০৮	০১-০২-১১	২২-১২-০৮	প্রতিবছর ০১ নভেঃ	১২,১৭,০০০+ ২.৫% প্রতিবছর বৃদ্ধি
০৩	খাগড়াছড়ি মোটেল	মেসার্স ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ	৫,১২,১৩৯	২৪-১২-০৭	০১-১২-১০	২৪-১২-০৭	প্রতিবছর ০১ নভেঃ	১৮,০০,০০০+ ২.৫% প্রতিবছর বৃদ্ধি
০৪	হোটেল মধুমতে টুঙ্গীপাড়া	মেসার্স এন. এম পি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্স	৫,২৯,৮৭১	২২-০৭-০৮	০১-১২-১০	২২-০৭-০৮	প্রতিবছর ০১ জুন	১,০০,০০০
০৫	পর্যটন কমপে- ক্স সাগরদাড়ি	মেসার্স এন. এম পি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্স	২,৪১,৩৮৪	২২-০৭-০৮	০১-১২-১০	০১-০৮-০৮	প্রতিবছর ০১ জুন	৪০,০০০ +২.৫% প্রতিবছর বৃদ্ধি
		মোট	৬৫,০০,৭৭৪					

পরিশিষ্ট-ট

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মহাখালী, ঢাকা।

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০

লীজ গ্রহীতার নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন/আদায় না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	লীজ গ্রহীতার নাম	লীজ প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল	লীজ প্রিমিয়ামের পরিমান	ভ্যাট/আয়কর হার	আদায়যোগ্য ভ্যাট ও আয়কর (টাকা)	আদায়কৃত ভ্যাট ও আয়কর	অনাদায়ী টাকা মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স	সাকুরা রেস্তোরা ও বার	১/৭/১০ হতে ৩০/৬/১১	৪০,৯৪,৪৭২	১৫% ভ্যাট	৬,১৪,১৭০.৮০	-	৬,১৪,১৭০.৮০
					৫% আয়কর	২,০৪,৭২৩.৬০	-	২,০৪,৭২৩.৬০
০২	ভাটিয়ারী গলফ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব	ভাটিয়ারী গলফ এন্ড কান্ট্রি ক্লাব বার	১/৫/০৯ হতে ৩০/৪/১০	১,৪০,০০০	৫% আয়কর	৭০০০	-	৭০০০
০৩	পর্যটন মোটেল খাগড়াছড়ি	মেসার্স ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ	১/১/১১ হতে ৩১/১২/১২	১৯,৩৮,৪০৩	১৫% ভ্যাট	২,৯০,৭৬০.৪৫	-	২,৯০,৭৬০.৪৫
					৫% আয়কর	৯৬,৯২০.১৫	-	৯৬,৯২০.১৫
০৪	পর্যটন কমপে- ক্স খাগড়াছড়ি	মেসার্স এন. এম পি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্‌স	১/৮/০৯ হতে ৩১/৭/১০	৪১,০০০	১৫% ভ্যাট	৬১৫০		১৪,৫৫৫
			১/৮/১০ হতে ৩১/৭/১১	৪২,০২৫	১৫% ভ্যাট	৬৩০৩.৭৫		
					৫% আয়কর	২১০১.২৫		
০৫	পর্যটন মোটেল বেনাপোল, যশোর	মেসার্স হেলসিয়ন ক্যাটারিং	১/১/১০ হতে ৩১/১২/১০	১২,৪৭,৪২৫	১৫% ভ্যাট	১,৮৭,১১৩.৭৫	১,২৩,৭৪২	৬৩,৩৭১.৭৫
					৫% আয়কর	২১,০০০.২৫	-	২১,০০০.২৫
			১/১/১১ হতে ৩১/১২/১১	১২,৭৮,৬১০	১৫% ভ্যাট	১,৯১,৭৯১.৫০	-	১,৯১,৭৯১.৫০
					৫% আয়কর	৬৩,৯৩০.৫০	-	৬৩,৯৩০.৫০
০৬	হোটেল মধুমতে টুঙ্গীপাড়া	মেসার্স এন. এম পি ট্যুরস এন্ড ট্রাভেল্‌স	১/৮/০৯ হতে ৩১/৭/১০	১,০২,৫০০	১৫% ভ্যাট	১৫,৩৭৫	-	১৫,৩৭৫
			১/৮/১০ হতে ৩১/৭/১১	১,০৫,০৬২.৫০	১৫% ভ্যাট	১৫,৭৫৯.৩৭	-	১৫,৭৫৯.৩৭
					৫% আয়কর	৫,২৫৩	-	৫,২৫৩
০৭	হোটেল নেটিং,টেকনাফ	মেসার্স এন এস পিডিএল	১/৯/১০ হতে ৩১/৮/১১	১৪,১৯,২৯০	১৫% ভ্যাট	২,১২,৮৯৩.৫০	-	২,১২,৮৯৩.৫০
					৫% আয়কর	৭০,৯৬৪.৫০	-	৭০,৯৬৪.৫০
							সর্বমোট	১৮,৮৮,৪৬৯.৩৭

পরিশিষ্ট-ঠ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, মহাখালী, ঢাকা।

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০

লীজ গ্রহীতাদের নিকট হতে লীজ প্রিমিয়ামের ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী

ক্রমিক নং	ইউনিটের নাম চুক্তি স্বাক্ষর	লীজ গ্রহীতা	বার্ষিক প্রিমিয়াম	১৫% হারে ভ্যাট বাবদ বকেয়া	৫% হারে আইটি বাবদ বকেয়া
১	২	৩	৪	৫	৬
১	মোটেল লাবনী, কক্সবাজার চুক্তি স্বাক্ষর -১৮.১২.২০০৪ চুক্তির মেয়াদ-১৫ বছর	মেসার্স বেষ্ট ইষ্টার্ণ, উত্তরা, ঢাকা	৫৬.৬০ লক্ষ+৫%বর্ধিত হারে	৭৩১৪৬২৬	১৮৬৩৫৯৫
২	পর্যটন মোটেল, বান্দরবান চুক্তি স্বাক্ষর -০৮.০২.২০০৩ চুক্তির মেয়াদ-১৫ বছর	মেসার্স হিল ভিশন, মেঘলা, বান্দরবান	২২.৫০ লক্ষ+৫%বর্ধিত হারে	২৯৬২৫৯৪	৭৭৪৬৭৯
৩	সাকুরা রেস্ড়েরাঁ ও বার ডিসিসি সুপার মার্কেট, পরীবাগ, ঢাকা চুক্তি স্বাক্ষর -০১.০১.২০০২ চুক্তির মেয়াদ-১৫ বছর	মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স ৪০, হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা	২৭,৯৬,৫৭৬ লক্ষ+১০%বর্ধিত হারে	৪২২৮৬৭৭	১৪০৯৫৬১
৪	র"চিতা রেস্ড়েরাঁ ও বার, মহাখালী, ঢাকা চুক্তি স্বাক্ষর -১৬.১০.২০০৩ চুক্তির মেয়াদ-১৫ বছর	মেসার্স পিয়াসী রেস্ড়েরাঁ ও বার, ৩১৬/৩, টংগী, ডাইভারশন রোড, মগবাজার, ঢাকা	২৯,০০,৯০৯ লক্ষ+৫%বর্ধিত হারে	২৪০৪৪০৪	৪৮০৮৮১
৫	পর্যটন মোটেল, খাসড়াছড়ি চুক্তি স্বাক্ষর -২৪.১২.২০০৭ চুক্তির মেয়াদ-১৫ বছর	মেসার্স টিএমএসএস বিজয়নগর, ঢাকা	১৮,০০,০০০ লক্ষ+২.৫%বর্ধিত হারে	৫৫৩৬৬৯	২২২৮০৬
			মোট	১৭৪৬৩৯৭০	৪৭৫১৫২২

- ভ্যাট ও আইটি বাবদ (১,৭৪,৬৩,৯৭০+৪৭,৫১,৫২২)=২,২২,১৫,৪৯২ টাকা আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ড

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১

ক্রমিক নং	*প্রতিষ্ঠানের নাম*		টাকা
১	বাংলাদেশ সার্ভিসেস লি: (রূপসী বাংলা হোটেল), ঢাকা।	পরিশিষ্ট: ড-১	১,১৮,৪২,৮৭২
২	প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল	-	৫১,৯৫,০৬২
	মোট		১,৭০,৩৭,৯৩৪

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ (রূপসী বাংলা হোটেল), ঢাকা।

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০

সার্ভিস চার্জের উপর উৎসে কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী

মাসের নাম	শাখা/বিভাগের নাম	সংখ্যা	জনপ্রতি সার্ভিস চার্জ পরিশোধ (মাসিক)	সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিশোধ	মোট সার্ভিস চার্জ পরিশোধ	কর্তনের হার	কর্তনযোগ্য উৎসে কর
জানুয়ারী/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭ জন ৩৪৩.২৯ ২৬.৭৪১৯	২৬,২১০/- ২৬,২১০/- ৩৬,০৭০/-	৭,০৭৬৭০/- ৮৯,৯৭,৬৩১/- ৯,৬৪,৫৮০/-	১,০৬,৬৯,৮৮১/-	৭.৫%	৮,০০,২৪১
ফেব্রুয়ারী/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭ জন ৩৫০.৩৫৭জন ২৮ জন	২৮,৩২৫/- ২৮,৩২৫/- ৩০,৬৪০/-	৭,৬৪,৭৭৫/- ৯৯,২৩,৮৬২/- ৮,৫৭,৯২০/-	১,১৫,৪৬,৫৫৭/-	৭.৫%	৮,৬৫,৯৯২
মার্চ/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭ জন ৩৪৬.৮৩৯ ২৯.০০ জন	৩৪,৬৩৫/- ৩৪,৬৩৫/- ৩৪,০২০/-	৯,৩৫,১৪৫/- ১২,০১,১২,৭৬৯/- ৯,৮৬,৫৮০/-	১,৩৯,৩৪,৪৯৪/-	৭.৫%	১০,৪৫,০৮৭
এপ্রিল/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৪৬.৬৬৭জন ২৯.০০ জন	২৩,৫৬০/- ২৩,৫৬০/- ৩৫,৮৪০/-	৬,৩৬,১২০/- ৮১,৬৭,৪৭৫/- ১০,৩৯,৩৬০/-	৯৮,৪২,৯৫৫/-	৭.৫%	৭,৩৮,২২২
মে/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৪৫.০০ জন ২৯.০০ জন	২৬,৩৭০/- ২৬,৩৭০/- ৩৪,৮০০/-	৭,১১,৯৯০/- ৯০,৯৭,৬৫০/- ১০,০৯,২০০/-	১,০৮,১৮,৮৪০/-	৭.৫%	৮,১১,৪১৩
জুন/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৪২.৬৬৭ জন ২৮.০০ জন	২৪,৭৪৫/- ২৪,৭৪৫/- ৩৯,৬৮০/-	৬,৬৮,১১৫/- ৮৪,৭৯,২৯৫/- ১১,১১,০৪০/-	১,০২,৫৮,৪৫০/-	৭.৫%	৭,৬৯,৩৮৪

জুলাই/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৪২.০৯৭ জন ২৭.০০ জন	২৬,১৭৫/- ২৬,১৭৫/- ৪৫,৩৬৫/-	৭,০৬,৭২৫/- ৮৯,৫৪,৩৮৯/- ১২,২৪,৮৫৫/-	১,০৮,৮৫,৯৬৯/-	১০%	১০,৮৮,৫৯৭
আগষ্ট/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৪০.১৬২ জন ২৭.০০ জন	১৪,২৯৫/- ১৪,২৯৫/- ৩৩,৫৯৫/-	৩,৮৫,৯৬৫/- ৪৮,৬২,৬১৬/- ৯,০৭,০৬৫/-	৬১,৫৫,৬৪৬/-	১০%	৬,১৫,৫৬৫
সেপ্টম্বর/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৩৯.০০ জন ২৭.০০ জন	২৫,৩৮০/- ২৫,৩৮০/- ৪৭,২৭৫/-	৬,৮৫,২৬০/- ৮৬,০৩,৮২০/- ১২,৭৬,৪২৫/-	১,০৫,৬৫,৫০৫/-	১০%	১০,৫৬,৫৫০
অক্টোবর/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৩৮.৭৪২ জন ২৭.০০ জন	৩৫,১৩৫/- ৩৫,১৩৫/- ৪৮,৫৩০/-	৯,৪৮,৬৪৫/- ১,১৯,০১,৭০০/- ১৩,১০,৩১০/-	১,৪১,৬০,৬৫৫/-	১০%	১৪,১৬,০৬৫
নবেম্বর/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৩৫.০০ জন ৩১.০০ জন	২৯,৭২৫.০০ ২৯,৭২৫.০০ ৩৬,৯২০.০০	৮,০২,৫৭৫/- ৯৯,৫৭,৮৭৫/- ১১,৪৪,৫১০/-	১,১৯,০৪,৯৭০/-	১০%	১১,৯০,৪৯৭
ডিসেম্বর/১১	বি.এসএল মেটেল বলাকা	২৭.০০ জন ৩৩৪.০০ জন ৩১.০০ জন	৩৫,১৯৫/- ৩৫,১৯৫/- ৪৭,০৪৫/-	৯,৭১,৮৬৫/- ১,২০,২২,৩৩০/- ১৪,৫৮,৩৯৫/-	১,৪৪,৫২,৫৯০/-	১০%	১৪,৪৫,২৫৯
						মোট	১,১৮,৪২,৮৭২

পরিশিষ্ট-ণ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড

অর্থ বছর ঃ ২০০৯-২০১০

বিএসএল এর মিরপুরস্থ ন্যাম বাসা বিএসএল/রূপসী বাংলা হোটেলের কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ব্যবহার হলেও নূন্যতম ভাড়া আরোপ/আদায় না করাতে রাজস্ব আয় খাতে ক্ষতির বিবরনীঃ

ক্রমিক নং	বিএসএল ও রূপসী বাংলা হোটেল কর্তৃক ব্যবহৃত বাসা	প্রতিটি বাসার ব্যবহৃত জায়গা	প্রতি বাসা থেকে ভাড়া আদায় (মাসিক)	জাতীয় পেস্কেল/২০০৯ অনুযায়ী নূন্যতম ভাড়া	মাসিক ভাড়া কম আদায় (৫-৪)	১০টি বাসাতে প্রতি মাসে ভাড়া কম প্রাপ্তি (২*৬)	১বছর বা ১২ মাসে কম প্রাপ্তি (১/১১ হতে ১২/১১) = ১২ মাস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	১০৮ টি বাসা	১৫১৮ বঃ ফুট	৫,৫০০/=	২৯০০০-১১০০*৬-৩৫,৬০০ স্কেলের ন্যূনতম বেতন ২৯,০০০ এর ৫০% = ১৪,৫০০	৯,০০০/=	৯,৭২,০০০/=	১,১৬,৬৪,০০০/=

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৭-২০০৮ সাল হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ড় আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্ড়ব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উলি- খিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্ড়ারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশি- ষ্ট প্রমাণক ও বিস্ড়ারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্ড়র্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্ড়রীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ.....খ্রিঃ, ঢাকা।

মোঃ আফতাবুজ্জামান
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।